إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

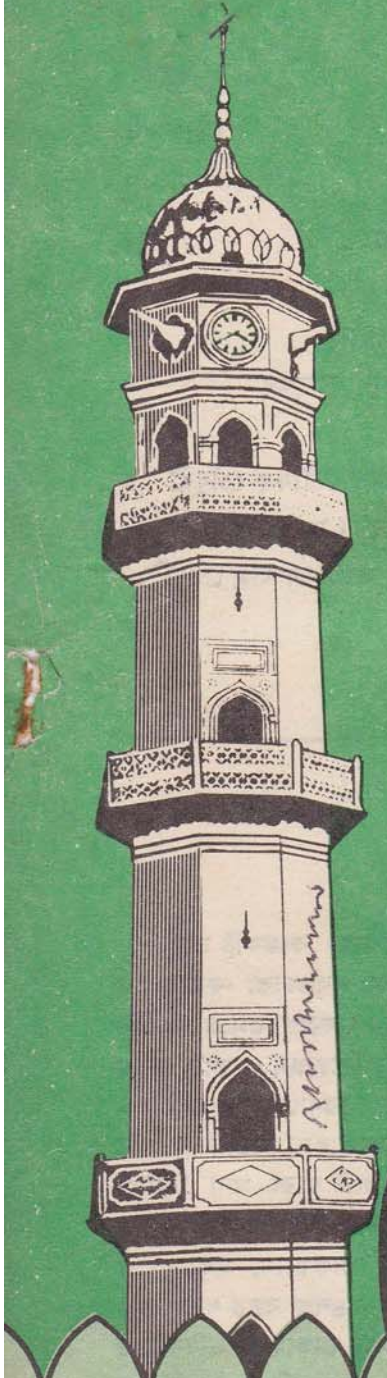

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

সমগ্র জগৎ অবিশ্বাসী হলেও
সত্য চিরকালই সত্য
এবং
সমগ্র জগৎ সমর্থনকারী হলেও
মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা।

—হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৪ বর্ষ ॥ ২০শ সংখ্যা
১৪ই শাওয়াল ১৪১১ হিঃ ॥ ১৬ই বৈশাখ, ১৩৯৮ বাংলা ॥ ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯১ ইং
বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪৮'০০ টাকা ॥ ভারত ৮৫'০০ টাকা। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৪৪শ বর্ষ
'আহ্‌মদী' ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯১ ২০শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন : (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)	আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে	১
হাদীস শরীফ :	অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহ্‌মদ	৩
অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদক : আলহাজ্জ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	৪
জুমুআর খোৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদক : মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	৬
সংবাদ :		২৬

সম্পাদকীয়

কাওসারের হেফাযত

'কাওসার' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অনেক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো — কোন জিনিষের আধিক্য, স্তরে স্তরে জমাটবদ্ধ ধূম্র বা কুয়াশা, ইসলাম, নবুওয়াত, কল্যাণ ও উপকার, অত্যধিক দানশীল ব্যক্তি, নেতা, বেহেশ্‌তের নদী। আল্লাহ্‌তা'লা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-কে আল-কুরআনের ১০৮ নম্বর সূরায় 'কাওসার' প্রদানের শুভ সংবাদ দিয়েছেন। সাথে সাথে এর শোকরিয়া জ্ঞাপনার্থে এবং এ কাওসাররূপ নেয়ামতের হেফাযত করণার্থে "সালাত" ও "কুরবানী" করার তাকীদ দিয়েছেন। এর পরে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, তাঁর শত্রুই অপুত্রক। তিনি যেন কাওসাররূপ কাননকে সালাত ও কুরবানীর পানি দ্বারা সদা সিঞ্চিত রাখেন, তাহলে ইহা সর্বদা ফল দান করবে আর তাঁর শত্রুরা বাহ্যতঃ পুত্র সন্তানের অধিকারী হলেও চিরদিন আধ্যাত্মিকভাবে অপুত্রক থাকবে। আল্লাহতা'লার হাজার হাজার শোকর যে, হুযুর (সাঃ) এর পানি সিঞ্চন প্রক্রিয়া এত উত্তম, ফলপ্রসূ ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যে, গত ১৪শত বছর ধরে তাঁর আধ্যাত্মিক কানন সদা অসংখ্য কুসুমরাজি ও ফলফলাদিতে সুসজ্জিত হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতেও মুহাম্মদী কাওসারের অনাবিল প্রবহমান ধারায় অবগাহন করে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সাধকগণ ঐশী নেয়ামতসমূহ লাভ করতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ্।

(অবশিষ্টাংশ ৩২ পৃঃ দেখুন)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক
আহ্মদী
নব পর্যায়ে ৪৪শ বর্ষ ২০শ সংখ্যা
৩০শে এপ্রিল, ১৯৯১ ইং : ৩০শে শাহাদাত, ১৩৭০ হিঃ শামসী : ১৬ই বৈশাখ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর

সূরা আল্ বাকারা-২

১৬৭। (হায়! তাহারা যদি সেই সময়কে দেখিতে পাইত) যখন অনুসৃতগণ অনুসারী-গণের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত হইয়া যাইবে এবং তাহারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করিবে এবং তাহাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। (১৯১)

১৬৮। এবং যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা বলিবে 'যদি আমরা একবার ফিরিয়া যাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরাও তাহাদের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত হইয়া পড়িতাম; যেভাবে তাহারা (আজ) আমাদের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।' এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কর্মসমূহ তাহাদের সমক্ষে মনস্তাপরূপে দেখাইবেন এবং তাহারা আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে না। ২০ রুকূ

১৬৯। হে মানব মণ্ডলী! পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা হইতে বৈধ এবং পবিত্র বস্তু (১৯২) খাও, এবং শয়তানের (১৯৩) পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৯১। এই আয়াতে আল্লাহ্তা'লার নবীকে অস্বীকারকারী নেতৃবৃন্দের অন্ধ অনুসারী-দিগকে কড়া ভাষায় সতর্ক করা হইতেছে যে, তাহাদের বিপথে চালনাকারী নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কেননা অস্বীকারকারীদের শাস্তির আর বেশী দেরী নাই।

১৯২। সত্য বিশ্বাসের সহিত সৎকর্মের সংযোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই আয়াতের দ্বারা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের কার্যাবলী সম্পর্কিত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার অংশটুকুর আলোচনা শুরু হইল। অর্থাৎ শরীয়াতের আইন-কানুন এবং উহার মধ্যে নিহিত যুক্তি ও প্রজ্ঞার বর্ণনা আরম্ভ হইল। এখন হইতে নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের অধ্যাদেশ জারী করা হইল। সামাজিক চাল-চলন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়েও নিয়ম-কানুন

১৭০। সে কেবল তোমাদিগকে মন্দ ও অশ্লীল (১৯৪) কার্যের আদেশ দেয়, (আরও) যে, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কথা রচনা করিয়া বল, যাহা তোমরা জান না।

১৭১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা নাযেল করিয়াছেন, তোমরা উহার অনুসরণ কর,' তখন তাহারা বলে, 'না', বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে (১৯৫) যাহার উপর পাইয়াছি, উহারই অনুসরণ করিব। কী! যদিও তাহাদের পিতৃপুরুষগণ বুদ্ধিহীন ছিল এবং সঠিক পথে চলিত না তথাপিও?

১৭২। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার অনুরূপ যে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কেবল ডাক এবং চীৎকার (১৯৬) ব্যতীত আর কিছুই শুনে না। তাহারা বধির, মূক, অন্ধ; সুতরাং তাহারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না।

প্রবর্তন করা হইল এবং এই ব্যাপারে যেহেতু, খাদ্য মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই ইহার নিয়ম-কানুন প্রথমে বর্ণিত হইল। ইসলামের মতে খাদ্য যে প্রকারেরই হউক না কেন, তাহা হইতে হইবে, (১) 'হালাল' (বৈধ) শরীয়তের আইন মোতাবেক (২) 'তৈয়াব' অর্থাৎ ভাল, পবিত্র, পরিমিত, স্বাস্থ্যকর ও রুচিমাফিক। দ্বিতীয় শর্তের কারণে অনেক সময় আইন-সিদ্ধ খাবারও নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

১৯৩। খাদ্য সম্বন্ধীয় আদেশ-নিষেধের অব্যবহিত পরেই, শয়তানের অনুসরণ না করার আদেশ এই কথায় ইঙ্গিত বহন করে যে, মানুষের শারীরিক কার্যাবলী (খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি সহ) তাহার মন-মানসিকতা ও নৈতিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। আইনে-অসিদ্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্য মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে দমাইয়া দেয় এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাঘাত ঘটায় (২৩:৫২ দেখুন)।

১৯৪। শয়তান সাধারণতঃ মানুষকে ঐসব কাজে প্রথম প্রেরণা যোগায়, যেগুলি বাহ্যতঃ খারাপ মনে হয় না এবং যেগুলির প্রভাব তাহার ব্যক্তিগত সত্তাকে ছাড়াইয়া যায় না। অতঃপর ধীরে ধীরে তাহাকে পাপের দিকে টানিয়া অবশেষে কট্টর পাপীতে পরিণত করে। তখন তাহার সাধারণ সভ্যতা ও ভদ্রতার জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পায়।

১৯৫। ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে, যদিও ধর্ম মানুষের অবিনশ্বর জীবনের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে, তথাপি মানুষ অন্ধের মত পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করিতে থাকে। ইহা সত্যই আক্ষেপের ব্যাপার। সাংসারিক বিষয়াদি, যাহা কেবলমাত্র ইহ-জীবনের সুখ-সুবিধাতে সীমাবদ্ধ, আর তাহাও আংশিকভাবে, সেখানেও মানুষ অতি সযত্নে চিন্তা-ভাবনা করিয়া নিজের জন্য সঠিক পথ বাছিয়া লয়, অন্যকে বিচার-বিবেচনাহীনভাবে অন্ধের মত অনুসরণ করিতে চায় না।

১৯৬। হযরত রসূলে পাক (সাঃ) অবিশ্বাসীদের কাছে ঐশী বাণী পৌঁছাইয়া ছিলেন। তিনি যখন তাহাদিগকে 'আহ্বান করিলেন', তখন অবিশ্বাসীরা তাঁহার আওয়াজ শুনিল বটে, কিন্তু ইহার মর্ম বুঝিতে পারিল না। তাঁহার কথাগুলি যেন বধিরের কর্ণে পড়িল। ফল এই দাঁড়াইল যে, তাহাদের আধ্যাত্মিক চেতনা বিকল হইয়া গেল এবং তাহারা পশুর মত নিম্ন-স্তরের জন্তুতে পরিণত হইল (৭:১৮০; ২৫:৪৫), যাহারা রাখালের আহ্বান-ধ্বনিতো শুনে কিন্তু রাখাল কি বলিতেছে তাহা বুঝে না।

হাদিস শরীফ

ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতা

অনুবাদক : মাওলানা সালেহ্ আহমদ, সদর মুরব্বী

কুরআন :

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرت وبشر الصابرين (البقرة : ١٥٦)

অর্থাৎ : এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয় ভীতি ও ক্ষুধা, ধন সম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফলফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব, তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও।
(সূরা বাকারা : ১৫৬)

হাদীস :

عن ابى عبدالرحمن ابن عبدالله بن مسعود قال كانى أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى نبيا من الانبياء صلوات الله و سلامه عليهم ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون (متفق عليه)

অর্থাৎ : হযরত আবু আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন আমি যেন সেই দৃশ্যকে দেখতে পাচ্ছি যখন হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেন যে, নবীদের মধ্য থেকে একজন নবীকে তাঁর জাতি প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। সেই নবী তাঁর মুখমণ্ডল হতে রক্ত মুছছিল এবং দোয়া করছিল, 'হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও তারা জানে না।' (সর্বসম্মত)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ্তা'লা নবীগণ ও তাঁর অনুসারীদের জন্য পরীক্ষা আনয়ন করেন। এই পরীক্ষা বিভিন্নভাবে হতে পারে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের এই পরীক্ষা প্রতিনিয়ত দিতে হয়েছে এবং সর্বদা এই পরীক্ষায় তাঁরা সফলকাম হয়েছেন। হযরত নবী করীম (সাঃ) তায়েফের ময়দানে আপদমস্তক রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলেন। পাহাড়ের ফিরিশ্তাগণ এসে বলল, আপনি আদেশ দিন এদেরকে পাহাড়ের মাঝে পিষে দিই। খাতামুল আম্বিয়া (সাঃ) বললেন, না, তাদের ক্ষমা করে দাও, তারা জানে না। বুঝা গেল, নবীগণ বিরোধিতার সম্মুখীন হন এবং এতে তাদের দৈহিকভাবেও ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তারা পাহাড়ের ন্যায় অটল ও অবিচল থাকেন যাতে তাঁরা সবার জন্য আদর্শ হন এবং সাহস ও মনোবল বৃদ্ধির কারণ হন। নবীগণ ও তাঁদের উম্মতের ইতিহাস আমাদের সামনে আছে। দেখা যায় খোদার চিরাচরিত বিধান এই যে, সত্যের বিরোধিতা হবেই। তাতে জান-মাল ধন-সম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে কিন্তু এর প্রতিদানে আল্লাহ্তা'লা জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

উপরোক্ত হাদীস বলে দেয়, নবীদের জীবনই ভিন্নতর। তাঁদের উপর অবশ্যই দু'টি সময় আসে। একটি দুঃখের ও আরেকটি সুখের। এর কারণ হলো, তাঁরা তাদের অনুসারীদের জন্য দুই সময়ের আদর্শ রেখে যান। দুঃখের সময়ে কেমন আচরণ হওয়া উচিত এবং সুখের সময়ে কেমন।

আল্লাহ্তা'লা আমাদের প্রিয় নবীর সুন্নতের উপর আমল করার তৌফীক দান করুন এবং সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করুন। আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : আলহাজ্জ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

"সত্যের পরীক্ষা : একটি ঘটনা যা আনুমানিক ২৭ অথবা ২৮ বৎসর গত হতে চলল অথবা এর চেয়ে কিছু বেশী সময় পূর্বে ঘটেছে। এই অধম ইসলামের সমর্থনে আর্যদের মোকাবেলায় এক খৃষ্টান ছাপাখানার মালিক লীলারাম নামক অমৃতসরে বসবাসরত একজন উকিলের নিকট ছাপার জন্য পেকেট আকারে দু দিক খোলা কভারে একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করে। সে একটি পত্রিকাও বের করত। ঐ পেকেটের মধ্যে একটি চিঠিও রাখি। যেহেতু চিঠির মধ্যে এমন সব কথা ছিল যাতে ইসলামের সমর্থন এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতার দিকে ইঙ্গিত ছিল এবং প্রবন্ধটি ছাপার তাগিদও ছিল এজন্য সে খৃষ্ট ধর্মের বিরোধিতার কারণে উত্তেজিত হল এবং শত্রুতামূলক আক্রমণ করারও-হঠাৎ সুযোগ তার মিলে গেল। যেকোন পৃথক চিঠি পেকেটের মধ্যে রাখা আইনত অপরাধ এ ব্যাপারে এই অধমের কোন কিছু জানা ছিল না। এর কারণে ডাক বিভাগের আইনে শাস্তি ছিল ৬০০ টাকা জরিমানা এবং ছয় মাস পর্যন্ত জেল। তাই সে সংবাদদাতা হয়ে ডাক বিভাগের কর্মকর্তার কাছে এই অধমের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে দিল। পূর্বাহ্নে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন কিছু জ্ঞাত হওয়ার পূর্বেই রুইয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা আমার কাছে প্রকাশ করলেন যে, লীলারাম উকিল আমাকে দংশন করার জন্য একটি সাপ প্রেরণ করেছেন। আমি মাছের মত সেটিকে দলিত মথিত করে ফেরক পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি জানি এটি এরই দিকে ইঙ্গিত ছিল। অতঃপর মোকদ্দমাটি আদালতে যে পদ্ধতিতে ফয়সালা হল, ইহা এমনই একটি নজির যা উকিলদের প্রয়োজনে আসতে পারে। আমাকে এই অপরাধের জন্য গুরুদাসপুর জেলা সদরে তলব করা হল আর যে যে উকিলের সঙ্গে মোকদ্দমা সংক্রান্ত পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল তারা এই পরামর্শই দিয়েছিল যে, অস্বীকার করা ছাড়া এথেকে অব্যাহতি পাওয়ার আর কোন পথ নেই এবং তারা এই ধরণের এজাহার দেওয়ার পরামর্শ দিলেন যে, আমি পেকেটে কোন চিঠি দেই নি, লীলারাম স্বয়ং সেই চিঠি রেখেছে। এরপর তারা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এই ভাবে বয়ান দিলে সাক্ষীর উপর ফয়সালা হয়ে যাবে। দুই চারটি মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারলেই খালাস। অন্যথায় মোকদ্দমাটি খুবই কঠিন। এথেকে বাঁচার আর কোন পথ নেই। কিন্তু আমি এদের সবাইকে জবাব দিলাম যে, আমি কোন অবস্থাতেই সত্যকে পরিত্যাগ করব না। যা হবার

তাই হবে। অতঃপর ঐ দিন অথবা অন্য দিন আমাকে এক ইংরেজের আদালতে পেশ করা হল এবং আমার বিরুদ্ধে ডাক বিভাগের কর্মকর্তারা সরকার পক্ষে বাদী হয়ে উপস্থিত হল: ঐ সময় আদালতের হাকিম স্বহস্তে আমার বয়ান লিপিবদ্ধ করলেন এবং সর্বপ্রথম আমাকে এই প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কি এই পেকেটের মধ্যে এই চিঠি রেখেছিলেন? তা ছাড়া এই চিঠি এবং পেকেট কি আপনার? তখন আমি কাল বিলম্ব না করে জবাব দিলাম যে, এই চিঠি আমারই এবং পেকেটও আমারই এবং এই পেকেটের মধ্যে এই পত্র রেখে আমিই ইহা প্রেরণ করেছিলাম, তবে আমি মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বা সরকারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবার নিয়্যতে এ কাজ করি নি। প্রকৃতপক্ষে আমি এই চিঠিটিকে প্রবন্ধ থেকে আলাদা কিছু মনে করি নি আর না এর মধ্যে আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য আছে। এই কথা শোনার পর আল্লাহ্‌তা'লা ঐ ইংরেজের অন্তরকে আমার দিকে ফিরিয়ে দিলেন এবং আমার বিপক্ষে ডাক বিভাগের কর্মকর্তারা বহু শোরগোল করে লম্বা লম্বা ভাষণ রাখলেন, যা আমার বোধগম্য হয় নি। শুধু এতটুকুই বুঝেছিলাম, প্রত্যেকটি বক্তব্যের পর ইংরেজী ভাষায় ঐ হাকিম নো, নো, বলে এদের সমস্ত কথাকে রদ করে দিচ্ছিলেন। পরিণামে বাদী অফিসারটি যখন তার সমস্ত বক্তব্য সমাপ্ত করল এবং তার সকল উত্তাপ নির্গত করে দিল তখন হাকিম রায় লিখতে মনোনিবেশ করলেন এবং এক কি দেড় ছত্র লিখে আমাকে বললেন, আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন। এ কথা শুনে আমি আদালতের কক্ষ থেকে বের হলাম এবং আমার প্রকৃত প্রেমাস্পদ প্রভুর কৃতজ্ঞতা আদায় করলাম, যিনি একজন ইংরেজ অফিসারের মোকাবেলায় আমাকে জয়যুক্ত করলেন। আর আমি ভাল করেই জানি যে, ঐ সময় সত্যতার কল্যাণেই খোদা-তা'লা এই বিপদ থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। আমি ইতিপূর্বে স্বপ্নও দেখেছিলাম যে, জনৈক ব্যক্তি আমার টুপি খুলে নেওয়ার জন্য হাত লাগিয়েছে। আমি বললাম, এ কি করছ? তখন সে টুপিটি আমার মাথায় রেখেই বলল, কল্যাণ, কল্যাণ। সময় চলে যায় কিন্তু কথা স্মরণ থাকে। এই ডাক বিভাগীয় মোকদ্দমায় আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ অবলম্বন করে ছিলাম তাই তিনি আমার মুক্তির ব্যবস্থা করেছেন। খোদাতা'লা মিথ্যার জন্য কোন মুক্তির ব্যবস্থা করেন না। মিথ্যার চাইতে জঘন্য আর কোন বিষয় নেই। সত্য সম্বলিত প্রত্যেকটি কথাই জয়যুক্ত হয়ে থাকে। আমার উপর সাতটি মোকদ্দমা তৈরী করা হয়েছে। প্রত্যেকটিতে খোদা আমাকে জয়ী করেছেন। কোন কোন লোক বলে যে, ঐ ব্যক্তি তার মোকদ্দমায় সত্যবাদী ছিল কিন্তু তবুও সে শাস্তি পেয়ে গেল। প্রকৃত কথা এই যে, যারা এ ভাবে শাস্তি পায় তারা প্রকৃত পক্ষে অন্য কোন মিথ্যার জন্যই তা পেয়ে থাকে।"

(ক্রমশঃ)

(আহ্‌মদী আওর গয়ের আহ্‌মদী মে ফরক ভাষণ দ্রষ্টব্য)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

[১লা মার্চ, ১৯৯১ তারিখে লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী,
সদর মুরব্বী

তাশাহুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রারম্ভে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমগুলোর প্রচারণা দেখে মনে হচ্ছিল যেন আবার সেই নাৎসী যুগ ফিরে এসেছে। একদিকে সেই হিটলার আর গোয়েবল্‌স মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আর অন্যদিকে তাদের ধ্বংস করতে চার্চিল রুযভেল্ট আর ষ্ট্যালিনও জন্ম নিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে সমস্ত পৃথিবী ভয়ে কাঁপছিল। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর সেই একই দৃশ্যের আর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। পরিস্থিতি আগের মতই আছে কিন্তু তা সত্বেও প্রকৃত বিষয়টি নতুন আঙ্গিকে ধরা পড়ছে। এই যুদ্ধ অবসানে আমার সেই বিখ্যাত স্পেনীয় বিদ্রূপাত্মক কৌতুকময় গল্প-নায়কের কথা মনে পড়ছে যাকে ডন কুইক্সোট (Don quixote) বলা হয়। বলা হয়, সেই কল্প-কাহিনীর Knights মনে মনেই অলিক সব জীন-ভূত আর দেব-দেবী বানাতো আর মন-গড়া Knights কল্পনা করে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাতো। তার সম্বন্ধে Windmill অর্থাৎ কল্পিত শত্রুর সাথে যুদ্ধের একটি গল্পও বর্ণনা করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করার জন্যে সেই গল্পকে কিছু পরিবর্তনসহ এভাবে বলা যায় : ডন কুইক্সোট তার সেনাপতি সাঞ্চো পেন্ড্রোঁ টাট্টু ঘোড়া আর গাধায় চড়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তারা একটি Windmill দেখতে পেল। সেটাকে দেখে ডন কুইক্সোট তার সঙ্গীকে বলে, এটি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী আর ভয়ঙ্কর দানব, চল আমরা এর উপর আক্রমণ চালাই। কথানুযায়ী তারা দু'জনে অতর্কিতে জোড়েসোড়ে তার ওপর হামলা চালায় (গল্পের পরিবর্তিত রূপ এ রকম দাঁড়াচ্ছে) হামলা করে তারা Windmill কে নির্মমভাবে পরাভূত ও পরাজিত করে। তাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে আর সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পর তারা বড়ই গর্বের সাথে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দেয় যে, আজকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় Knight দুনিয়ার সর্ববৃহৎ দানবকে সম্পূর্ণ পরাস্ত ও পরাজিত করেছে। দেখুন, ঘটনা একই রয়ে গেল, সময়ের পরিবর্তনে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটনা ধরা পড়ছে আবার ভিন্ন আঙ্গিকে দেখলে দৃশ্যটিও পরিবর্তিতরূপে ধরা পড়বে।

যদি আমেরিকার (অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র) দৃষ্টিতে এই পরিস্থিতিকে দেখা হয় তবে মনে হবে যে, আমেরিকা ইংরেজদেরও Heel করেছে, (শিকারী পরিভাষায় Heel করা মানে শিকারী

কুকুরকে শিকার অন্বেষণে নিজের পদাঙ্ক অনুসরণে সম্মত করা) ফ্রান্সকেও Heel করেছে, রাশিয়াকেও Heel করেছে আবার জার্মনীকেও Heel করেছে। সংক্ষেপে, সে অনেক মিত্রশক্তিকে 'হিল' করেছে যার সাথে আরব শক্তিও একত্রিত হয়েছে। এরা সবাই একটি শিকারের লোভে 'হিলকারী'র (যুক্তরাষ্ট্র) পেছনে যোগ দিয়েছে। সবার একই উদ্দেশ্য: কবে সেই শিকার মরবে আর তারা নিজ নিজ সামর্থ্য আর অবস্থা অনুযায়ী ভাগ বাটওয়ারা করে নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধার করবে!

শিকারী এবং বশীভূত মিত্র-বাহিনীর সব সদস্যদের মুখ থেকে 'কুয়েত' 'কুয়েত' 'কুয়েত' 'কুয়েত' ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। যারা পেছনে পেছনে আসছেন তারা নিজেদের দাঁতে ধার দিচ্ছেন আর ভাবছেন, কবে কুয়েতের বাহানায় আমরা ইরাককে শিকার করব! এটি হচ্ছে পরিস্থিতিকে দেখার একটি আঙ্গিক।

এবার ইস্রাঈলের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক। ইস্রাঈল মনে করে এবং এটা মনে করার ইস্রাঈলের যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, সে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সমস্ত মিত্রদের বশীভূত করে ফেলেছে। ইস্রাঈলের পিছে পিছে এমন সব বন্য হিংস্র জন্তুরা এগিয়ে চলেছে যারা জানে না যে, তাদের সামনে অগ্রসরমান বশকারী এমন এক শিকারী যে পেছনে ঘুরে পালাক্রমে এক এক করে তাদেরই মাংস খাবে। বিষয়টিকে উপলব্ধি করার এটি আরেকটি আঙ্গিক। ঘটনা একটাই কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যাখ্যা সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে কাকে কে বশ করেছে এর মীমাংসা অনাগত ভবিষ্যতই করবে। বিভিন্ন মস্তিষ্ক বিভিন্ন ঘোষণার ভিন্ন ভিন্ন মর্মার্থ অনুধাবন করে একই ধ্বনির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা যায়। একটি ঘোষণা শোনা যাচ্ছে যে, আমরা ইরাকের অংগ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে চুরমার এজন্য করতে চাই যেন সে আগামীতে কখনো কুয়েতের উপর আক্রমণ করার দুঃসাহস আর না করে। শুনলে মনে হয় যে, কুয়েতই হচ্ছে বিশ্ব-জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। অন্যান্য দেশ যে যার ওপর খুশী আক্রমণ চালাক তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু কারও কুয়েত আক্রমণ করার অনুমতি নেই। সুতরাং 'কুয়েত' 'কুয়েত' আওয়াজের এটিও একটি অর্থ যা পৃথিবীর সামনে ফুটে উঠছে।

এই একই ধ্বনি যদি ইস্রাঈলের কান দিয়ে শুনা হয় তবে এর অর্থ ভিন্ন হবে। তখন অর্থ হবে এই যে, ইরাককে এজন্য টুকরো টুকরো করা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে সে কখনও ইস্রাঈলের উপর আক্রমণ করার কল্পনাও না করতে পারে। কেবল তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই, যেন পৃথিবীর কোন দেশ ইস্রাঈলকে চ্যালেঞ্জ না করতে পারে। দেখুন, আওয়াজ কিন্তু সেই একই। কিন্তু বিভিন্ন কানে তা বিভিন্ন ভাবে ঢুকছে আর বিভিন্ন মস্তিষ্ক এর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অনুধাবন করছে।

আর একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় রয়েছে। ভদ্রতা, শালীনতা আর ভালবাসা কেবল মানুষের বৈশিষ্ট্য নয় বরং মাংসাশি জানোয়ারের মধ্যেও এই গুণাবলী পাওয়া যায়।

শিকারের উপর আক্রমণ করার বা অন্য জন্তুর মোকাবিলা করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের পায়ের তলা নরম আর মখমলের ন্যায় মোলায়েম থাকে। তাদের হিংস্র দাঁত মাঢ়ী ও নরম নরম ঠোঁটের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তারা আপোষে স্নেহ ভালবাসার সাথে বসবাস করে, কাউকে খারাপ চোখে দেখে না। কিন্তু শিকার ধরার সময়, বা শত্রুর উপর আক্রমণ করার সময়ে সেই নরম মসৃণ পায়ের তলা থেকে ভয়ঙ্কর থাবা বেরিয়ে আসে আর সেই একই নরম নরম ঠোঁটের আড়াল থেকে এমন দাঁত বেরিয়ে আসে যা কারও উপর দয়া দেখাতে জানে না। তাই মানুষ চেনার সঠিক সময় কি তা ভেবে দেখবার অবকাশ রয়েছে। উর্দু ভাষায় একজন কবি একটি সুন্দর পংক্তি বলেছে।

ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے

(অর্থাৎ : সামান্য একটি ব্যাপারে পুরনো বন্ধুত্ব নষ্ট হ'ল কিন্তু অন্ততটুকু লাভ হল যে, কিছু মানুষ চেনা গেল।) আফসোস পাশ্চাত্যের আরব বন্ধুদের জন্য! কিন্তু পাশ্চাত্যের আরব বন্ধুদের বিষয়ে বড়ই দুঃখের সাথে এটা বলতে হয় যে, সামান্য কারণে নয়, ইসলামী বিশ্বের উপর কেয়ামত আসলেও তাদের পুরনো বন্ধুত্ব ভাঙ্গে না আর তারা প্রকৃত বন্ধুও চিনতে পারে না।

এই সংক্ষিপ্ত পটভূমির আলোকে আমি আপনাদের কাছে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই যার উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন জাতিকে পরামর্শ প্রদান করা।

ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে ধর্মীয় মূল্যবোধহীন রাজনীতির তিনটি রীতি লক্ষণীয়। এ বিষয়টি প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যের রাজনীতিতে সমভাবে প্রযোজ্য। এ কথা বলা যাবে না যে, এগুলো কেবল প্রাচ্যের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য কিংবা এগুলো কেবলমাত্র পাশ্চাত্য-রাজনীতির অংশ অথবা এগুলো অতীত রাজনীতির নিয়ম বা বর্তমান রাজনীতির নিয়ম বা বর্তমান রাজনীতির অংগ। বরং সত্যি কথা হল এই যে, আদি থেকে ধর্মহীন রাজনীতির এগুলো হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য অংগ।

প্রথম বিষয়টি হল, যখন জাতি দেশ বা দলের সাথে ইনসাফ বা ন্যায়ের দ্বন্দ্ব হবে তখন অবশ্যই জাতীয়, দলীয় বা দেশীয় স্বার্থকে ইনসাফের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে হবে। এর জন্যে যদি ন্যায়কে জলাঞ্জলী দিতে হয় তবুও নিজ স্বার্থ উদ্ধার করতে হবে।

কুরআন করীমের রাজনৈতিক শিক্ষা এর বিপরীত আর এথেকে পৃথক। আর তা হল

ولا یجرمنکم شنآن قوم ...... هو اقرب للتقوى (مائدہ آیت ۹)

হে মুসলমানগণ! তোমাদের রাজনীতি ভিন্ন ধরণের। তোমাদের রাজনীতি আল্লাহ্‌র আদেশের অনুবর্তী রাজনীতি। এর মৌলিক ও অটল শিক্ষা হল কোন জাতির চরম শত্রুতাও যেন তোমাদেরকে তার সাথে অবিচারে প্ররোচিত না করে। তোমরা সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেননা, ন্যায়-নীতি তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

- দ্বিতীয় নিয়মটি অর্থাৎ ধর্মহীন রাজনীতির দ্বিতীয় নীতি হল — যদি শক্তি থাকে তবে অবশ্যই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে স্বার্থ-সিদ্ধি করতে হবে। কেননা Might is Right অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার। এ ছাড়া দুনিয়ায় ভাষায় সত্যের আর কোন সংগা নেই। কুরআন করীম এর বিপরীত একটি পৃথক শিক্ষা প্রদান করে যা হল :—

ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة (انفال ايت ٤٣)

অর্থাৎ সে-ই ধ্বংস হোক যার ধ্বংসের জন্য প্রকাশ্য সত্য সাক্ষ্য দেয় আর কেবল সে-ই জীবিত থাক যার স্বপক্ষে প্রকাশ্য সত্য সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং ইসলামের নীতি 'Might is Right' এর পরিবর্তে ঠিক তার উল্টো 'Right is Might' দাঁড়ায়।

তৃতীয় বিধান যা ধর্মহীন রাজনীতির মৌলিক অংশ হয়ে আছে তা হ'ল উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে অনর্গল মিথ্যা প্রচারণা করা। এ কাজটি কেবল যে সিদ্ধ তাই নয় বরং যত বেশী ধোকাবাজী আর চালাকী অবলম্বন করা হবে ততই মঙ্গল আর জাতীয় স্বার্থে আবশ্যক। এর সারাংশ হ'ল, শত্রুকে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নয় বরং নীতি আর জনমতের ক্ষেত্রেও পরাজিত করে দেখাও। কতিপয় চরিত্র ও ধার্মিক রাজনীতিবিদদের কর্ম কিংবা আল্লাহ্ কর্তৃক ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা যখন পার্থিব শক্তি লাভ করে এমন যুগ ছাড়া পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখিত তিনটি নীতিকেই কার্যকর দেখা যায়।
কুরআন শরীফ এর ঠিক উল্টো এ শিক্ষাটি প্রদান করে :

فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور - (حج ايت ٣١)

আবার আরেক স্থানে বলে : واذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى (الانعام ايت ١٥٣)

কথার লড়াই আর শব্দের জেহাদেও তোমরা সত্যকে বিসর্জন দিবে না। সত্য পরিত্যাগ করা আর মিথ্যা অবলম্বন করা শির্‌কের মতই অপবিত্র ও নোংরা। আল্লাহ্ বলছেন واذا قلتم فاعدلوا যখন কথা বলবে ইনসাফের সাথে বলবে ولو كان ذا قربى যদি তোমরা ইনসাফের কথা তোমার কোন নিকট আত্মীয়ের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দেয় তথাপি তার তোয়াক্কা করবে না।

বর্তমান ইসলামী বিশ্বের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও করুণ অবস্থা হল, একদিকে তারা আল্লাহ্ আর দীনে মোহাম্মদ (সাঃ) এর নামে জেহাদের জন্যে ঘোষণা দেয়, আর অন্যদিকে রাজনীতির 'তিনটি নীতি' তারা ধর্মহীন রাজনীতি থেকে গ্রহণ করে বসেছে। তারা কুরআন করীমের শক্তিশালী রাজনীতিকে বাদ দিয়েছে। এ কারণেই বর্তমান যুগে মুসলমান যত বার তাদের তথা ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাদেরকে সর্বক্ষেত্রে লজ্জাজনক আর শিক্ষণীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে; অথচ কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা প্রকাশ্য বরং অটল ওয়াদা করেছিলেন : ان الله على نصرهم لقدير ० (সূরা হজ্জ : আয়াত, ৪০) সাবধান! আমার জন্যে আমার নামে জেহাদকারীগণ শুনো।

তোমরা দুর্বল কিন্তু আমি তো দুর্বল নই। আমি তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছি আর আমার ওয়াদা অটল, অপরিবর্তনীয়; তা হ'ল ان الله على نصرهم لقدير এই দুর্বল আর দুনিয়ার দৃষ্টিতে তুচ্ছ লোকগুলি যারা খোদার খাতিরে জেহাদে বেরিয়েছে তারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ করবে আর তাদেরকে শত্রুপক্ষের উপর বিজয় দান করা হবে।

এই প্রশ্নটি আজ মুসলমানদের প্রবলভাবে নাড়া দিচ্ছে আর তাই আমি এ প্রসঙ্গকে গুরুত্ব দিচ্ছি যেন প্রাচ্য থেকে আরম্ভ করে পাশ্চাত্য পর্যন্ত বসবাসকারী দুঃখে ভারাক্রান্ত মুসলমানদের মনকে বুঝানো যায় যে, প্রকৃতপক্ষে এ পরাজয় ইসলামের নয় বরং এ পরাজয় সব মুসলমানদের যারা ইসলামী রীতি-নীতি বিসর্জন দিয়ে পরাজিত নীতিগুলি বরণ করেছে। সুতরাং এ যুদ্ধ সত্য আর মিথ্যার লড়াই থাকল না বরং এটি শক্তির বিরুদ্ধে দুর্বলতার যুদ্ধে পরিণত হল। আল্লাহ্‌ এ পক্ষেও রইলেন না সে পক্ষেও থাকলেন না। আর যখন শক্তি ও দুর্বলতার যুদ্ধ বাঁধে তখন শক্তি অবশ্যই জয় লাভ করে। এরই অর্থ: Might is Right সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যের এই মর্মান্তিক যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে। তার মধ্যে সবচে' বড় শিক্ষা হচ্ছে এই যে, তাদের উন্নত, স্থায়ী ও অনড় শিক্ষার দিকে মুসলম্যানদের অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যদি এ কাজ না করেন তবে তাদের জন্যে আল্লাহ্‌র ওয়াদা 'আল্‌-আরয (প্রতিশ্রুত ভূমি) এর উপর খোদার পবিত্র বান্দাদের রাজত্ব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে" — পূর্ণ হবে না। الارض বলতে ফিলিস্তীনকে বুঝাক বা সমগ্র পৃথিবীকে বুঝাক যে পর্যন্ত না عباد الصالحون অর্থাৎ পুণ্যবান বান্দাদের সৃষ্টি হচ্ছে আর তারা কুরআন করীমের পবিত্র, স্থায়ী আর সফলকাম শিক্ষার উপর আমল করছে ততদিন পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে কোন পার্থিব বিজয় নেই। সুতরাং মুসলমানদের হৃদয়ের ওপরে যে যুলুম ও অত্যাচার চালানো হচ্ছে আর বলা হচ্ছে যে 'ন্যায়' মিত্র-বাহিনীর পক্ষে ছিল আর তাই তারা মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করছে — একথা মোটেই সঠিক নয়।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় আপনাদের জানা দরকার। এক আমেরিকান জেনারেল (যুদ্ধ চলাকালীন) বার বার বলেছেন, আমরা সবাই সাদা টুপী পরিধানকারী। আর ইরাক আর তার সাথীরা কালো টুপী পরিধানকারী। এটি পাশ্চাত্য নভেলে উল্লেখিত একটি মূর্খতাপূর্ণ ধারণা। এদের (আমেরিকানদের) পিস্তল চালনায় পারদর্শী ব্যক্তিরা সাদা টুপী পরে আর তাদের বিরুদ্ধে যে খারাপ দুশ্চরিত্র মানুষটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সে কালো টুপী ব্যবহার করে। বস্তুতঃ এটি সাদা আর কালো টুপীর যুদ্ধ ছিল না। তাদের এই দাবীকে প্রমাণ করার লক্ষ্যে এখন বলা হচ্ছে যে, সাদ্দাম হোসেন এত বড় অত্যাচারী আর রক্তপিপাষু যে, সে 'কুর্দী' লোকদের গ্যাসের সাহায্যে হত্যা করেছে আর তাদের গ্রামের পর গ্রাম বোমা ফেলে ধ্বংস করে দিয়েছে। এ ঘটনা যদি সত্য হয় এবং সম্ভবতঃ সত্যি তাহলে এই ভয়ানক অত্যাচারী খোদার সামনেও দায়ী হবে আর ইতিহাসের কাঠগড়ায়ও দায়ী

হবে। কিন্তু ঘটনায় এটি পরিপূর্ণ চিত্র নয়। দেখতে হবে সাদ্দাম হোসেনকে এই অত্যাচার কারা শিখিয়েছে আর কিভাবে?

১৯২০ সনের কথা। ইংরেজদের নীতি ছিল কুর্দীদেরকে ইরাকীদের দাস বানিয়ে দিতে হবে। যখন কুর্দীরা এতে প্রতিবাদ জানায় তখন সর্ব প্রথমে বৃটেন নিরীহ ও দুর্বল কুর্দীদের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে আর মর্মান্তিকভাবে হাজার হাজার কুর্দীদের হত্যা করে। এরপর থেকে বছরের পর বছর ধরে ইংরেজরা কুর্দীদেরকে ইরাকীদের দাস বানানোর জন্য অনবরত কুর্দী গ্রামগুলোর ওপর বোমা বর্ষণ করে চলে। এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের প্রভাব যুদ্ধরত ইংরেজদের ওপরও গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাদের মধ্যে বৃটিশ বিমান বাহিনীর একজন বড় কর্মকর্তা এই মর্মস্পর্শী হত্যাযজ্ঞ সহ্য করতে না পেরে ১৯২২ সনে পদত্যাগও করেন।

আবার বলা হয় যে, সাদ্দাম হোসেন ইরানের বিরুদ্ধেও একই ধরণের নিপীড়ন চালিয়েছে। বহু ইরানীর ওপরে রাসায়নিক বোমা নিক্ষেপ করেছে আর সাধারণ নাগরিকদের বসতি এলাকায় বোমা বর্ষণ করেছে। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে যে, এ যুগেও রাসায়নিক গ্যাস বানানোর কাঁচামাল পাশ্চাত্য জাতিই তাকে দিয়েছিল আর দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র আর কামানও তারাই সরবরাহ করেছিল। এ কাজে সর্বাধিক আর্থিক সাহায্যকারী ছিল সৌদী আরব আর কুয়েত। আমেরিকা অনবরত এর সমর্থন জানিয়েছে। সুতরাং এটা সত্য যে, মানবতার বিরুদ্ধে সাদ্দাম যে অপরাধগুলো করেছে তার জন্যে সে-ই দায়ী কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে, কেবল সাদ্দামই এই অপরাধ করেছে বরং অপরাধী আরও আছে। মিত্র-বাহিনীর যে সব সদস্যকে আজ পুতঃ-পবিত্র-বাহিনী রূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাদের মাঝেও এমন বড় বড় অত্যাচারী আর নিষ্ঠুর ব্যক্তিবর্গ বর্তমান রয়েছে যারা নিজেদের প্রয়োজনের সময় একই অপরাধ সমর্থন করেছে আর নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। সুতরাং এটি পরিষ্কার যে, এবারকার এই যুদ্ধ সত্য আর মিথ্যার যুদ্ধ ছিল না।

এই যুদ্ধের পরিণামে মুসলমানদের যুবক-শ্রেণী বিশেষভাবে হতাশ হয়েছে। তাদের মন ভেঙ্গে পড়েছে। সমগ্র পৃথিবী থেকে যে সব রিপোর্ট আমি পাচ্ছি তদনুসারে মুসলমান যুবক-যুবতী আর মহিলাগণ ইরাকের উপর অকথ্য নির্যাতনের দৃশ্যাবলী দেখে কেঁদে কেটে তাদের জীবন অসহনীয় করে তুলেছে। স্বয়ং ইংল্যাণ্ডেই কিছু সংখ্যক ছেলে-মেয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। মনের কষ্টে তারা কথা বলতে পারছিল না। কথা বলতে গিয়ে তাদের হেচ্‌কী উঠছিল। তারা আমার কাছে প্রশ্ন করে যে, আমাদেরকে বলুন, এসব কি ঘটেছে! কেন আমাদের খোদা তাদের সাহায্য করছেন না? তাদেরকে আমি বুঝাতে চাই:—

প্রথমতঃ যখন খোদার বান্দাগণ তৌহীদ পরিত্যাগ করে আর ইসলামের পবিত্র শিক্ষা অবলম্বন না করে শত্রুদের ঘৃণ্য ও অপবিত্র শিক্ষাকে গ্রহণ করে তখন খোদা দু'পক্ষের কোন পক্ষেই থাকেন না। আর তখন যুদ্ধ সত্য-মিথ্যার যুদ্ধ থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ আমি বলব, এই পার্থিব দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরাজয়ের কারণে সময় তো আর বসে নেই, সময় তো বয়ে চলেছে। সবে ক'টা দিন মাত্র কেটেছে। ইতিহাস তার ধারা প্রতিনিয়ত বদলায়। সময় পরিবর্তীত হয়, আজ যা আছে কাল তা অন্য কিছুর রূপ ধারণ করে। এমন অনেক জাতি আছে যারা শত শত বছর অত্যাচারিত ও নিপীড়িত অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে, অবশেষে আল্লাহ্‌ তাদেরকে শত্রুদের উপর বিজয় দান করেছেন। তাই খোদার সময় অনুযায়ী চিন্তা করুন। নিজের সময় অনুযায়ী সময়ের পরিমাপে তাড়াহুড়া করবেন না। পৃথিবীর ইতিহাস একটি চলমান ধারা যা এক অবস্থায় থাকে না। আপনাদের মনকে আশ্বস্ত করার জন্যে আমি কিছুদিন পূর্বের ইতিহাসে আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাই। ১৯১৯ সনে ইউরোপে সংঘটিত কিছু ঘটনা আপনাদের স্মরণ করাতে চাচ্ছি। সে বছর প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে বিজয়ী মিত্র-বাহিনীর প্রতিনিধিগণ জার্মান জাতির ভাগ্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ভার্সাইতে একত্রিত হয়েছিলেন। সে বছর ইংল্যাণ্ডেরও নির্বাচন ছিল। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ ভার্সাই-এর উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে নিজ দেশে এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন: আমি জার্মান লেবুকে এমনভাবে চিপবো যাতে তার বীজগুলো থেকে হায় হায় আওয়াজ ধ্বনিত হয়। এই নিয়্যত নিয়ে তিনি ভার্সাই-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সমালোচক লিখছেন, ভার্সাই পৌঁছে যখন তিনি ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের প্রতিশোধের পরিকল্পনা জানতে পারলেন তখন তার কাছে নিজ প্রতিহিংসাকে একেবারে করুণা আর সহিষ্ণুতা বলে মনে হল। ফরাসী প্রতিনিধিদের প্রতিশোধ-পরিকল্পনা এত ভয়ানক আর জঘন্য ছিল যাকে এক কথায় প্রতিটি জার্মানকে হত্যার ফয়সালা বলা চলে। পরবর্তীতে তারা আপোষে আলোচনা ও বিবেচনা করে কতিপয় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যার ফলশ্রুতিতে জার্মান জাতি ভবিষ্যতে কারও ওপর আর অস্ত্র ধারণ করতে সক্ষম হবে না। এটি সেই একই চিত্র যা আজ ইরাকের ব্যাপারে তাদের মনোভাব রূপে আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন। কিছু দিন পর এই সিদ্ধান্তকে আরও সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সনে আমেরিকার সেক্রেটারী অফ ষ্টেট Mr. Frank Kellogg আর ফরাসী প্রধান মন্ত্রী দু'জনে মিলে ইউরোপে ১৫টি পশ্চিমা দেশের একটি সম্মেলন ডাকেন। এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধকে Out Law ঘোষণা করা। অর্থাৎ যুদ্ধে অবতরণকারীকে এমন অপরাধী আখ্যা দেয়া যে, তাকে যে কেউ হত্যা করতে পারবে। বাহ্যতঃ ঘোষণা দেয়া হল যে, আমরা এবার যুদ্ধকে চিরকালের জন্যে কবর দিয়ে দিলাম। ১৫টি দেশের প্রতিনিধিরা সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। একটি বিরাট হলে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সবচেয়ে প্রথমে জার্মান প্রতিনিধি তার সোনালী কলম দিয়ে চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। সেই মুহূর্তে সারাটা 'হল' করতালির শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। তখন কে জানত যে এর কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ১৯২৮ সনের পর ১১ বছর পার হতে না হতেই সেই মৃত জাতি আবার জীবিত হবে

আর সে কেবল একটি দেশ বা মহাদেশ দখল করবে না বরং তার ভয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত জাতির ভিত কেঁপে উঠবে আর বোমার বিস্ফোরণে কানে তালা লাগার উপক্রম হবে। তাহলে দেখুন কিভাবে দেখতে দেখতেই (ইতিহাসের পাতায় গুটিকতক বছর তো চোখের নিমিষে কেটে যায়) সম্পূর্ণ চিত্র পাল্টে গেল! খোদা জীবিত আর চির বর্তমান। মানুষের এক প্রজন্ম আসে আবার গতও হয়ে যায়। আমি আপনাদের ইতিহাসের এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনার ওপর নির্ভর করতে বলছি না। আমি বলছি ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নের ওপর দৃষ্টি রেখে নিরাশ হবেন না। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রাখুন যিনি স্থায়ী, যার ওপর পৃথিবীর কোন শক্তি জয়লাভ করতে পারে না। তিনি পৃথিবীর তথা বিশ্ব জগতের প্রত্যেক শক্তিকে পরাভূত করতে পারেন। তাঁর কাছে এসব শক্তি কোন ব্যাপারই নয়। সুতরাং যদি আপনারা প্রকৃতই অত্যাচারীত, অনন্যোপায় আর অসহনীয় যাতনাগ্রস্ত হয়ে থাকেন তবে এই ব্যথাকে দোয়া-রূপে আল্লাহ্‌র কাছে তুলে ধরুন। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এই পদ্ধতিতে আপনাদের প্রতিটি পরাজয় বিজয়ে রূপান্তরিত হবে।

আমি মিত্র-বাহিনীকে এবং তাদের দেশের সরকার প্রধানদের পরামর্শ দিতে চাই যে, যদি আপনারা সত্যিই মানবজাতির মঙ্গলাকাঙ্খি হয়ে থাকেন, সত্যিই যদি স্থায়ী শান্তি রচনা আপাদের উদ্দেশ্য হয় তবে স্মরণ রাখবেন, আপনাদের রাজনৈতিক নীতি অতীতে বার বার মার খেয়েছে আর কখনো পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় নি। তাই এবারও শিক্ষা নিন। ইসলামের সেই রাজনৈতিক নীতিগুলো অবলম্বন করুন যেগুলো তাক্‌ওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। যার ভিত্তি তাক্‌ওয়ার নিহিত, যা তাক্‌ওয়ার পানিতে লালিত হয় আর তাক্‌ওয়ার শক্তিতে বৃদ্ধি লাভ করে। যদি আপনারা ইসলামের সেই তিনটি নীতি অবলম্বন করেন, যেগুলো আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তবে একমাত্র এ পদ্ধতিতেই পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব। যদি আপনারা তা না করেন তবে অত্যাচারী ও যালেম শক্তি, তা সে প্রাচ্যেরই হোক বা পাশ্চাত্যের, জাপানের হিরোশিমা নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণকারী আমেরিকা হোক কিংবা ইন্দোনেশিয়ার নির্যাতনের নতুন নতুন বিস্ময়কর পদ্ধতি উদ্ভাবনকারী জাপানই হোক, তাদের নিয়্যত যদি চিরাচরিত রাজনীতিবিদদের মতই থেকে থাকে আর উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের স্থলে স্বার্থপরতাই যদি তাদের অবলম্বন হয় তবে তারা কখনো পৃথিবীকে শান্তির মুখ দেখাতে পারবে না। বিশ্বের শক্তিশালী জাতিগুলোর জন্যে আবশ্যক, তারা যেন সবচেয়ে আগে তাদের নিয়্যতের জঙ্গলে লুক্কায়িত নেকড়েগুলোকে বধ করে। যদি তা না করা হয় তবে কেবল সাদ্দামের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করা যাবে না; সমগ্র ইরাককে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেললেও না। মানুষকে ধ্বংস করার জন্যে তার নিয়্যতের মাঝেই নেকড়ে লুকিয়ে আছে। যতক্ষণ না সে সেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে আর ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অঙ্গীকার করে ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীকে শান্তির কোন নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে না।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দাঁড়ায়, তা হল যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ব নিজে কুরআন বর্ণিত ন্যায়-বিচারের শিক্ষা গ্রহণ না করে এবং নিজ নিজ দেশে ইসলামী ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে না দেখায় আর নিজেদের চিন্তাধারা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করে না দেখায় ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াকে সে ন্যায়-বিচারের দিকে কোন্ মুখে আহ্বান করবে? এটা অসম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে কুরআন বর্ণিত ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ব দুনিয়াকে ন্যায়-বিচার প্রদান করতে পারে না আর দুনিয়ার কাছে ন্যায়-বিচারের আশাও করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে ইসলামী বিশ্বে আমরা কতিপয় এমন অত্যন্ত ভয়ংকর মতবাদ প্রচলিত দেখতে পাই, যা ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। ফলে ইসলামী সাম্য ও ন্যায়-বিচারের শিক্ষাকে অনুধাবন ও গ্রহণ করার পরিবর্তে ইসলামকে এমন একটি ধর্মরূপে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যার সাথে ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির দূরতম সম্পর্ক পর্যন্ত নেই। এর জন্যে সবচেয়ে বেশী দায়ী 'মোল্লা' আর রাজনীতিবিদ। এই দুই এর জোট বাঁধার কারণেই ইসলামী ন্যায়-নীতির ব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে। ইসলামের প্রতি আরোপিত এমন তিনটি মতবাদ আছে যাদের কারণে একদিকে বহির্বিশ্বে ইসলামের একটি অত্যাচারী ও বিকৃত চিত্র ফুটে উঠছে আর অন্যদিকে প্রত্যেকটি ইসলামী দেশ থেকে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিলুপ্ত হয়ে চলছে।

প্রথমতঃ এই মতবাদ প্রচারিত হচ্ছে যে, শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তরবারীর ব্যবহার (বল প্রয়োগ) কেবল বৈধই নয় বরং আবশ্যক। বলা হচ্ছে, তরবারীর জোরে মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস পরিবর্তন করার নামই ইসলামী জেহাদ। আবার সেই জোশে একথাও বলা হয় যে, এই (বল প্রয়োগের) অধিকার কেবল মুসলমানের। খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু বা বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কোন মুসলমানকে জোরপূর্বক তার ধর্ম-বিশ্বাস পরিবর্তন করাতে পারে না বরং এই কাজের সম্পূর্ণ অধিকার আল্লাহ্‌তা'লা কেবল মুসলমানদের দিয়ে রেখেছেন। কি অন্যায় আর অজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা! অথচ এটাকে ইসলামের নামে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়ানো হচ্ছে।

দ্বিতীয় মতবাদ হ'ল এই যে, যদি কোন অমুসলিম মুসলমান হয় তবে কেউ তাকে মৃত্যুদন্ড দিতে পারবে না। সমগ্র বিশ্বে যেখানে যার খুশী নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করুক দুনিয়ার কোন ধর্মাবলম্বী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার অধিকার রাখে না। কিন্তু যদি কোন মুসলমান ঘটনাক্রমে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তবে প্রত্যেক মুসলমান তার শিরোচ্ছেদের অধিকার রাখে। এই হল ইসলামের দ্বিতীয় 'ইনসাফের নীতি' যাকে 'ইসলামের প্রতিনিধিরা' আল্লাহ্ আর কুরআনের নামে জগতের সামনে তুলে ধরেন।

তৃতীয় ইনসাফের নীতি হচ্ছে এই যে, মুসলিম সরকারগুলো বিধর্মীদের ওপরও ইসলামী শরীয়ত প্রয়োগ করার অধিকারী কিন্তু অন্যান্য ধর্ম মুসলমানদের উপর তাদের শরীয়ত প্রয়োগ করার অধিকার রাখে না। এই নীতি অনুসারে ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে 'তালমুদে' বর্ণিত শিক্ষানুযায়ী ব্যবহার করতে পারে না আবার হিন্দুরাও পারে না মুসলমানদের সাথে 'মনুস্মৃতি' বর্ণিত ব্যবহার করতে। এই হচ্ছে ইনসাফের তৃতীয় নীতি।

এগুলো তিনটি উদাহরণ মাত্র। যদি সত্যিকার অর্থে আপনি আরও দৃষ্টিপাত করেন তবে দেখবেন এমনই আরও অনেক বিষয়ে বর্তমান কালের মৌলভী পরিবেশিত 'ইসলামী শিক্ষা' কুরআন করীম বর্ণিত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ইনসাফী শিক্ষার পরিপন্থী ধরা পড়বে যা ইসলামকে অস্বীকার করায় শামিল। উপরে উল্লেখিত তিনটি নীতিই আজ ইসলামের বিরুদ্ধে বহুল ব্যবহৃত অস্ত্রের রূপ ধারণ করেছে যেগুলো তৈরীর কারখানা স্বয়ং মুসলিম দেশগুলোতে বসানো হয়েছে। ইহুদীরা সাফল্যের সাথে এই তিনটি ইসলামী নীতিকে' (নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক) বরং বলা উচিত মৌলভীর বানানো ইসলামী নীতিকে পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতির সামনে তুলে ধরছে আর বলছে যাদের ন্যায় আর ইনসাফের ধারণাই পাগলের মত, বুদ্ধি-বিবেকের ধারে কাছ দিয়েও যায় না তাদের ধারণায় মুসলমানদের অধিকার একরকম আর অন্যদের অধিকার আরেক ধরণের। যত ধরণের সুবিধা আর অধিকার সব মুসলমানদের; বাকীরা সব ধরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত (নাউযুবিল্লাহ)। যদি এটাই কুরআনের শিক্ষা হয়ে থাকে তবে এটা অবশ্যই সারা পৃথিবীকে এ শিক্ষা থেকে বিমুখ করবে। একই সাথে মুসলমানদেরকে বিশ্ব-শান্তির পথে ভয়ানক অন্তরায় হিসেবে গণ্য করবে। সুতরাং বিধর্মীদের সমালোচনা আর তাদের অত্যাচারের নালিশই যথেষ্ট নয় বরং নিজেদের দিকেও মুসলমানদের তাকানো উচিত। দেখা দরকার যে, এ সব বাড়াবাড়ি আর অত্যাচার কেন হচ্ছে। বুঝা দরকার কিভাবে ধূর্ত শত্রু মুসলমানদের বিরুদ্ধে স্বয়ং মুসলমানদেরই তৈরী অস্ত্রসমূহ (ধ্যান-ধারণা) ব্যবহার করে চলেছে। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, ইসলামী দেশসমূহে ইসলামের প্রতি আরোপিত ভয়ানক অস্ত্র-সস্ত্রের (ধ্যান-ধারণা) কারখানা বসানো আছে আর মোল্লারা এগুলো চালাচ্ছে। এগুলোতে উৎপাদিত পণ্য শত্রুদেশে রপ্তানী করা হয় আর সেখান থেকে অনেক রসদ আমদানীও করা হয়, অতঃপর এই অস্ত্রগুলোই ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

আমি মনে করি, মুসলমান রাজনীতিবিদরা এর জন্যে অনেকটা দায়ী। তারা নিজেরা ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করেন নি। বরং তারা ইসলামের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মোল্লার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে গেছেন। তাদের পরিবেশিত শিক্ষাই প্রকৃত অর্থে সঠিক ইসলামী শিক্ষা। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের বিবেক আর উজ্জল চিন্তা শক্তি এই বিকৃত রূপকে অস্বীকার করেছে ঠিকই তথাপি ইসলামী শিক্ষা ভেবে এগুলোর বিরুদ্ধাচারণ করতে তারা সাহস পান নি। দেখুন, এই মানসিক দ্বন্দ্ব কিভাবে মুসলিম রাজনীতিকে অসুস্থ, দু'মুখো আর কপটতাপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছে। নিজ জনগণকে এমন মোল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছেন যারা মধ্য-যুগীয় চিন্তাধারার মালিক, আর যারা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর উজ্জল যুগ থেকে আলো আহোরণ করে না। একবার যখন মুসলমান রাজনীতিবিদরা জনগণকে মোল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তখন তাদের (মোল্লাদের) ক্ষমতার ভয়ে প্রকাশ্যে এসব তথাকথিত ইসলামী নীতিকে ভুল বলতেও সাহস পান না তারা কেননা তারা নিজেরাও সেগুলোকে ইসলামী মনে করেন। সুতরাং মুসলমান সরকারগুলোর জন্যে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার

এখন সময় এসেছে। ইসলামী বিশ্ব কার্যতঃ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। রাজনীতির দুনিয়া আলাদা আর ধর্মীয় মনোভাবের জগৎ আলাদা! আর এই দুই এর মাঝে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। এটি হচ্ছে আরেকটি দিক যার কারণে ইসলামী বিশ্ব আজ নিজ পক্ষ থেকেই হুমকীর সম্মুখীন। এই বিপদের পরিসমাপ্তি প্রয়োজন বরং অনতিবিলম্বে আবশ্যক। তা না হলে নতুন জগতের নতুন ব্যবস্থা রচনায় মুসলমানরা কোন অবদান রাখতে পারবে না। তাই মুসলমান সরকারদের জন্যে এটি প্রকাশ্য ও নির্ভয়ে ঘোষণা দেয়া আবশ্যক যে, কুরআনে পরিবেশিত ন্যায়-নীতির শিক্ষার পরিপন্থী কোন মতবাদ ইসলামী হতে পারে না। এর চেয়ে বেশী আর কোন যুক্তির প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বার বার উলামাদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করুন আর বলুন এস, এক্ষেত্রে আমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখ, আমরা ঘোষণা দিচ্ছি যে, কুরআন করীম পরিবেশিত ন্যায়-নীতির শিক্ষা অতি পরিষ্কার, স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। আর তার এই শিক্ষা জাতীয় ভিত্তিক নয় বরং পরিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক। প্রথমে এ বিষয়ে তর্ক কর যে, কথাটি ঠিক না ভুল, যদি সঠিক হয় তবে তোমাদের মানতেই হবে যে, কুরআন করীম পরিবেশিত ন্যায়-নীতি শিক্ষার পরিপন্থী প্রত্যেকটি মতবাদ অবশ্যই অনইসলামী।

দ্বিতীয়তঃ এই ঘোষণা দেয়া প্রয়োজন যে, "যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের প্রতি বে-ইনসাফীর শিক্ষা আরোপ করবে সে আল্লাহ্‌র কালামের অবমাননাকারী হিসেবে পরিগণিত হবে," আরও ঘোষণা দেয়া হোক যে, "যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসের প্রতি কুরআন বিরোধী কোন শিক্ষা আরোপ করে সে 'কালাম-ই-রসূলে'র অবমাননাকারী বলে গণ্য হবে।" এটাই একমাত্র কার্যপন্থা যার মাধ্যমে ইসলামের আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতা রোধ করা সম্ভব। আজ যদি কোন রাজনীতিবিদের মস্তিষ্কে জ্যোতিঃ থেকে থাকে, যদি সে তাক্‌ওয়ার অধিকারী হয়ে থাকে আর ন্যায়ের উপর সে প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি সে সত্য কথা সঠিকভাবে বলার সাহস রাখে, যদি আজ তার মনে তার দেশ আর ইসলামী বিশ্বের জন্যে ভালবাসা থেকে থাকে — তার জন্যে এই বিষয়ে জেহাদ আরম্ভ করা আবশ্যক। এ ময়দানে জিততে না পারলে তার আর কোন ময়দানে জিতার আশা নেই।

যদিও এক জঘন্য কপটতার মাধ্যমে সমস্যা দূরীভূত হচ্ছে বলে বাহ্যতঃ মনে হয় কিন্তু বিপদ চিরদিনের জন্যে কাটে নি। আমরা বার বার লক্ষ্য করেছি যে, যখনই ইসলামী বিশ্ব কোন হুমকীর সম্মুখীন হয় তখনই মোল্লাতন্ত্র প্রসার লাভ করে আর মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে। একটি চরমপন্থী বিপ্লবের আশংকা মাথার উপর ঘুরপাক খেতে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি এখনো চলছে বরং আগের তুলনায় বেড়ে চলেছে। যদি হিকমতের সাথে সময় মত একে সামাল দেয়া না হয়, জনগণের চিন্তাধারা, ধর্মীয় চিন্তাধারা আর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে একমুখী করা না হয় তাহলে ইসলামী দেশগুলো চিরকাল দুর্বল থাকবে। আভ্যন্তরীণ আশঙ্কাসমূহের কারণে তারা কখনো স্থিতিশীলতা লাভ করতে পারবে না। আজ চূড়ান্ত

সিদ্ধান্তের প্রয়োজন কারণ, সময় অতি দ্রুত বয়ে চলেছে আর সে আমাদের উপর পুনরায় কৃপা করবে না। কৃপার ব্যবহার আর কতবার করবে? কতবার আর আমাদের শাস্তি দেবে? কতবার আর আমাদের দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবে। আজ যদি তোমরা না দাঁড়াও তাহলে আর কোন দিন মাথা তুলেও তোমরা দাঁড়াতে পারবে না। তাই উঠ আর সিদ্ধান্ত নাও বরং খোদাকে হাযির নাযির জেনে সিদ্ধান্ত নাও — সত্যের জন্যে তোমরা সংগ্রাম করবে আর মতবাদের জেহাদ আরম্ভ করবে যার কেবল অনুমতিই কুরআন প্রদান করে না বরং তোমাদের জন্যে এই জেহাদকে আবশ্যক বলে ঘোষণা দেয়।

যে আশংকাগুলোর কথা আমি উল্লেখ করেছি সেগুলোর কারণেই কোন ইসলামী রাষ্ট্রে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। জনগণের কথা বলা হয় অথচ তাদের শিক্ষার আর প্রশিক্ষণের কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেই। রাজনৈতিক চিন্তা ধারায় বলুন আর ধর্মীয় চিন্তাধারায়ই বলুন কোনটিতেই জনগণকে অংশ নিতে দেয়া হয় না। বরং ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে ভোট নিয়ে পাকা পোক্ত হয়ে বসে আর একটি নতুন ব্যক্তিত্ব বা পরিচয় বানিয়ে নেয়। যে রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও জনগণের চিন্তাধারা আর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় মিল হয় না সেখানে গণতন্ত্র যদিও বা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবুও সেখানে স্বৈরাচারীর সৃষ্টি হয়, জননেতার উদ্ভব সম্ভব হয় না। আর বিশ্বে প্রায়ই এমনটি ঘটে থাকে। এ চেয়েও বেশী মারাত্মক বিষয় এই, যেহেতু মুসলমান নেতৃবৃন্দ সর্বদা এজন্যে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকেন যেন মোল্লারা ইসলামের নামে জনসাধারণকে এতটা ক্ষেপিয়ে না তুলে যার ফলশ্রুতিতে তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব সাধিত হয়। এই আশঙ্কায় তারা তাই স্বৈরাচারী হবার চেষ্টা করেন। আর বেশী বেশী শক্তির আশ্রয় অবলম্বন করেন। যাদের ওপর যুলুম বা শক্তি প্রয়োগ করা হয় তারা যেহেতু জনগণের দৃষ্টিতে ইসলামের সত্যিকার শুভাকাঙ্খী তাই দিন দিন জনমত 'উলামাদের' পক্ষে আর রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যেতে থাকে।

সমস্যা একটা নয়। এই সমস্যাটির অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এই সব সমস্যার সমাধান বর্ণনা করেছি। আপনারা কুরআনে বর্ণিত ন্যায় ও ইনসাফের শিক্ষাকে এভাবে আঁকড়ে ধরুন যেভাবে عروۃ وثقیٰ (মজবুত হাতল)কে ধরা হয় যার বন্ধন অটুট। এটাই খোদার রজ্জু অর্থাৎ ন্যায়-ইনসাফের রশি যা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) বিশ্ব-জাতির মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঝুলিয়েছিলেন। এই রজ্জুকে বাদ দিয়ে আপনারা দুনিয়ার কোথাও শান্তি পাবেন না। তাই আজ নিজেরা শক্ত করে এই হাতলকে ধরুন আর বিশ্ব-সমাজের যারা শান্তি চায় তাদেরকেও এই হাতল ধরার আমন্ত্রণ জানান।

আরেকটি আশ্চর্যের বিষয়, একদিকে মোল্লা-বর্ণিত তিনটি নিয়ম মানাও হয় না অন্যদিকে জেহাদের দাবী আর জেহাদের ঘোষণা করা হয়। এটি মুসলমান রাজনীতিবিদদের আরেকটা অপরাধ। যে ধরণের যুদ্ধ-বিগ্রহকে মোল্লা সাহেবরা 'জেহাদ' বলে আখ্যা দেন-ইসলামী শিক্ষা

যে এগুলো সমর্থন করে না একথা জানা আর বুঝা সত্বেও যখনই জাতীয় দুর্যোগ বা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন নিজেরাও জেহাদের নামে জনগণকে ডাকেন আবার মোল্লাদের দিয়াও আহ্বান জানান হয়। এর ফলে পৃথিবী এসব জাতির প্রতি আরও ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য দেখায়। তারা মনে মনে বলে, এদের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ মুখে মুখে তো বলেন ঠিকই যে, ইসলামী জেহাদের অর্থ বল-প্রয়োগের মাধ্যমে মতাদর্শের প্রসার বা প্রচার নয়, আরও বলেন, রাজনৈতিক যুদ্ধে আল্লাহ্‌র নাম টেনে আনা ঠিক নয়, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সর্বদা তারা আবার এই একই মতবাদের আশ্রয় নেন। প্রতিবার এমনই হয় এবং এমনই হয়ে এসেছে।

যেটুকু আমি ইসলামী ইতিহাস পড়েছি সে অনুসারে, আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর পবিত্র যুগের পর মুসলমানরা যতগুলো যুদ্ধে লড়েছে তদানীন্তন রাজনীতিবিদ আর উলামাদের মতানুসারে সবগুলো 'জেহাদ-ই-মোকাদ্দস' (পবিত্র যুদ্ধ)। সে লড়াই মুসলমান আর বিধর্মীদের মাঝেই হোক, সুন্নী আর সুন্নীর বা শিয়া আর শিয়ার মাঝেই হোক কিংবা শিয়া-সুন্নীর লড়াই হোক। সবই জেহাদ! অদ্ভুত ব্যপার! মুসলমানদের কপালে জেহাদ ছাড়া আর কোন যুদ্ধই জোটে না! পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি রাজনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হয় আর সব ধরণের যুদ্ধ তারা করে। কিন্তু মুসলমানদের ভাগ্যে কেবল জেহাদ। তার ওপর এই 'জেহাদের' ইতিহাসের অধিকাংশ যুদ্ধই মুসলমানদের পরস্পরের লড়াই। জেহাদের নামে একে অপরকে হত্যা আর লুঠ করার ইতিহাস। তাই সত্যি কথা বলতে কি ধর্মকে নিয়ে এই তামাশা কেবল ট্রাজেডী নয় বরং বড়ই মর্মান্তিক ট্রাজেডীর রূপ ধারণ করেছে। এবার এই ট্রাজেডীর অবসান হওয়া চাই। দুনিয়ার দৃষ্টিতে এ যুগের সবচাইতে বড় কৌতুক হচ্ছে মুসলমানদের এই মতবাদ যা আমি বর্ণনা করেছি (অর্থাৎ কথায় কথায় জেহাদের ঘোষণা) যাকে ইসলামের প্রতি আরোপ করা হচ্ছে। আর যদি মুসলমানদের অন্তরের দৃষ্টিতে ঘটনা যাচাই করা হয় তবে এটি এমন মর্মান্তিক একটি ট্রাজেডী যা ১৩০০ বছর ধরে আমাদের ঘার থেকে নামছে না। তাই, যদি নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে চান তবে নিজেদের খেয়াল, চিন্তাধারা আর কর্মের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করুন। মুসলমানদের চিন্তায় একটি বিপ্লব সাধিত না হওয়া পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে কোন বিপ্লব সাধন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

আবার যুলুমের অন্যরূপ দেখুন! কথায় কথায় জেহাদের কথা বিশ্বাস করা সত্বেও সেই জেহাদের প্রস্তুতি একবারে শূন্য! কুরআন শরীফ শিক্ষা দেয়:

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ..... الله يعلمهم ০ (انفال ايت ٦١)

হে মুসলমান! নিজেদের আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত থেকো যে কোন মুহূর্তে আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে ভালভাবে প্রস্তুতি নাও। প্রতিটি ক্ষেত্রে অশ্বারোহী এবং পদচারী সৈনিক দ্বারা

তাদের মোকাবিলা করার এমন প্রস্তুতি গ্রহণ কর যেন দূর-দুরান্ত পর্যন্ত তোমাদের 'رعب' (প্রভাব) বিস্তার লাভ করে। যাতে কেউ এমন সতর্ক আর প্রস্তুত জাতির উপর আক্রমণ করতে সাহস না পায়। তারা কেবল তোমাদের শত্রু নয় বরং তারা প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র শত্রু عدو الله وعدوكم তাই তোমরা নিজ শত্রুর বিষয়ে অনবহিত থাকতে পারো কিন্তু আল্লাহ্ নিজ শত্রুর বিষয়ে গাফেল নন لا تعلمونهم الله يعلمهم তাদের সম্বন্ধে তোমরা যখন যে-খবর অবস্থায় থাক আল্লাহ্ তাদের অবস্থা ভাল জানেন। সুতরাং যদি তোমরা যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ মেনে নাও আর মনে-প্রাণে ইহাকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হও তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের সু-সংবাদ দিচ্ছেন তোমাদের অজ্ঞতা সত্বেও তিনি তোমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখবেন আর তোমাদেরকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে নিরাপদে রাখবেন।

জেহাদের ইসলামী শিক্ষা বুঝার ও এর ওপর আমল করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআন বর্ণিত এই শিক্ষাগুলো পালন করা মুসলমানদের দায়িত্ব। এই শিক্ষাগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে কি? প্রকৃত অবস্থা এই যে, প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্র অস্ত্র-সস্ত্রের বিষয়ে সে সব দেশের মুখাপেক্ষী যাদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা জেহাদের ঘোষণা দিয়ে বেড়ায়। যে সব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জাতিকে মুশরেক, খোদাবিহীন, খোদার শত্রু, মূর্তিপূজারী, অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু বলে নিজ সমাজে তুলে ধরা হয় আর বলা হয় যে, তোমাদেরকে এদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে — চাওয়ার সময় তাদেরই কাছে রকেট চাওয়া হয় আর তাদেরই কাছে সামুদ্রিক আর জঙ্গী বিমানের জন্যে হাত পাতা হয়। কামান, রকেট আর অন্যান্য জঙ্গী সাজ-সরঞ্জাম সবই তাদের কাছ থেকে চেয়ে আনা হয়। বোকামীর শেষ আর কি! কবির ভাষায়:

اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

(অর্থাৎ এমন বোকামী দেখে (লজ্জায়) মরতে মন চায়, হে খোদা! যুদ্ধে নেমেছে কিন্তু হাত তরবারী-শূন্য!) এই বোকামীর কথা তথাপি বিশ্বাসযোগ্য। গাফেলতির কারণে এমনটি হয়েছে বলে বুঝা যায়। কিন্তু তোমাদের বোকামী (হে মুসলমান রাষ্ট্রসমূহ!) অজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যাদেরকে তোমরা শত্রু আখ্যায়িত কর, যাদেরকে এই বলে উস্কানী দাও যে, আমাদের ধর্ম তোমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত চুষে নেয়ার শিক্ষা দেয়, আবার তাদেরকেই সম্বোধন করে বল, 'আমরা নিরস্ত্র জাতি, আমাদের অস্ত্র-সস্ত্র দাও যেন তোমাদের শিরোচ্ছেদ করতে পারি। এর চেয়ে বড় বোকামী আর কি হতে পারে! এখন যদি সমস্ত জাতিই (মুসলমান) আত্মহত্যা করার মনস্থ করে থাকে কে তাকে সাহায্য করতে আসবে! সাহায্য করতে চাইলেও তাকে সাহায্য কি ভাবে করবে? আল্লাহ্‌ও এই ধরণের জাতির সাহায্য করেন না। আল্লাহ্ বলেন:—

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم (رعد ايت ١٢)

জাল্লাহ্‌তা'লা কখনো কোন জাতিকে সাহায্য করেন না, সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন না তাদের মাঝে পরিবর্তন সাধন করেন না حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনয়ন করে। এর দু'টো অর্থ। আরেকটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে জাতি নিজের নেয়ামতসমূহ নিজ হাতে নষ্ট করে বা ধ্বংস করার মনস্থ করে আল্লাহ্‌ও সেই নিয়ামতের পরিবর্তন সাধন করেন না। এই আয়াতটিকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে যার ফলে দু'টি অর্থই করা যেতে পারে। একটি হ'ল যে জাতি আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত-সমূহে পরিবর্তন করার ব্যাপারে প্রথমে পদক্ষেপ নেয় না আল্লাহ্‌তা'লাও তাদের নেয়ামত-সমূহের নিরাপত্তা বিধান করেন না। দ্বিতীয় অর্থ হ'ল, যে জাতি নিজে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় না, নিজ অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে না আল্লাহ্‌ও কখনো তাদের ভাগ্যে পরিবর্তন সাধন করেন না।

সুতরাং ইসলামী বিশ্বকে আমি এই পরামর্শ দিব যে, প্রথমে তোমরা ইসলামের দিকে তথা ইসলামের স্থায়ী ও বিশ্বজনীন শিক্ষার দিকে প্রত্যাবর্তন কর তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌র রহমত সবদিক থেকে কিভাবে নাযেল হয় তোমরা তা অবলোকন করবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হল, তোমরা জ্ঞানচর্চা আর প্রযুক্তি বিদ্যার প্রতি মনোযোগ দাও। শ্লোগান দিতে দিতে কতগুলো শতাব্দী তোমরা পার করেছ! শ্লোগান দিয়ে আর কবিতার জগতেও রূপকথার কল্প-কাহিনীর মাঝেই তোমরা সময় কটিয়েছো। তোমাদের কপালে আজ কিছুই জোটে নি। এরই মধ্যে অন্যান্য জাতিগুলো জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর জয়লাভ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এখন তোমরা তাদের মোকাবিলা করার কথা ভাবছ অথচ তাদের কাছে যে সব পরিক্ষীত অস্ত্রসস্ত্র আছে, যা তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো অবলম্বন করার কোন চেষ্টাই তোমাদের নেই। তাই আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিকে বিশেষভাবে মনযোগ দেয়া অত্যন্ত আবশ্যক। মুসলমান ছাত্র আবেগ নিয়ে খেলা করে। তাদেরকে দিয়ে অলিগলিতে মারামারি করিয়ে, গালি দিয়ে তাদের চরিত্র ও শিক্ষা ধ্বংস করো না। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের লাঠিচার্জ আর গুলি চালিয়ে তাদের মান মর্যাদা ও শারীরিক ধ্বংসের ব্যবস্থা করো না। আজ পর্যন্ত তোমরা তো এই খেলাই খেলছো। মুসলমান সন্তানদের তোমরা প্রথমে উত্তেজিত কর যার ফলে, বেচারারা ইসলামের ভালবাসায় রাজপথে নামে তারপর তাদেরকে অপমানিতও লাঞ্ছিত করা হয়। তাদেরকে লাঠিচার্জ করা হয়। তাদের উপর গুলি চালানো হয় আর তারা নিজেরাও জানে না কেন তাদের সাথে এমনটি হয়। তাই আবেগ নিয়ে না খেলে তাদেরকে সাহস যোগাও, তাদেরকে ভদ্রতা ও শালীনতায় শিক্ষা দাও। তাদেরকে বল, যদি দুনিয়ার বুকে নিজেদের জন্যে কোন সম্মানজনক স্থান পেতে চাও তাহলে প্রথমে জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্থান অর্জন কর, তোমাদের প্রকৃত সম্মানজনক স্থান লাভ করার এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করুন। গুটি কতক তেল-সমৃদ্ধ দেশ ছাড়া সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্র এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশ এমন সব দেশের আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী যাদের অত্যাচারের ব্যাপারে নালিশ করা হয়। যাদের সম্বন্ধে নিজ দেশে বলা হয় যে, তারা এসে আমাদেরকে গোলাম বানিয়েছে, আমরা পরিশেষে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবই নেব। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও কথা ও কাজের স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়। স্বয়ং সউদী আরব কিংবা কুয়েতে ইংরেজদের নাম মুখে আনলে বা ইংরেজদের স্বপক্ষে কথা বললে হত্যাযোগ্য অপরাধ মনে করা হয়। আমেরিকার নাম নেয়া যেখানে এক ধরনের গালি, অথচ গোটা জাতি তাদের কাছে বিক্রি হয়ে আছে, তাদের হাতে বয়াত করে বসেছে। তা সত্ত্বেও কারও সেদিকে কোন হুঁশ নেই। সুতরাং যে কটা দরিদ্র রাষ্ট্র রয়েছে তাদেরকে ভিক্ষুক বানিয়ে দেয়া হয়েছে আর যারা ধনী তারাও নিজ অস্তিত্ব রক্ষার্থে পরজাতিগুলোর উপর নির্ভর করতে বাধ্য। কি ভীষণ অসহায়ত্ব! ধনী হোক বা গরীব, ভিক্ষুক রূপেই তাকে জীবন যাপন করতে হবে, সম্মান ও মর্যাদার জীবন যাপন তার কপালে নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইসলামী বিশ্বের ও তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আত্মসম্মানবোধের অভাব। তারা কেন বুঝতে চায় না যে, ভিখারী কখনো স্বাধীন হতে পারে না! যদি তোমরা নিজের জন্যে ভিক্ষুকের জীবন বেছে নিয়ে থাকো তবে চিরকাল অপমানিত ও লাঞ্ছিতই থাকবে। পরজাতির বেলায় তোমরা বলতে পার তাদেরকে এই অবস্থার বিরুদ্ধে কোন শিক্ষা দেয়া হয় নি; কিন্তু হে মুসলমান! তোমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ আর মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) কে কি জবাব দিবে? (ال عمران ۱۱۱) كنتم خير امة اخرجت للناس কুরআনের এই আয়াত কি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না যার অর্থ হে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর অনুসারীগণ! তোমরা দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত ছিলে যাদের কাজই ছিল দুনিয়ার ওপর এহসান ও অনুগ্রহ করা। আর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর উপদেশ اليد العليا خير من اليد السفلى "উপরের হাত অর্থাৎ দানকারী হাত নীচের হাত অর্থাৎ ভিক্ষার হাতের চেয়ে উত্তম" এই উপদেশ কি তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে না? নিজেদের সমস্ত গুণাগুণ তোমরা পরকে দিয়েছো আর নিজেরা হয়েছ সর্বহারা ভিখারী। বড় গর্বের সাথে তোমাদের রাজনীতিবিদরা জাতির সামনে ঘোষণা দেন, "আমেরিকা এত এত ভিক্ষা দানে সম্মত হয়েছে আর যা আমেরিকা দিবে না বলেছে তা সউদী আরব দিতে রাজী হয়েছে।" যদি তোমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেবল ভিক্ষার রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে পৃথিবীতে মাথা তুলে চলবে কি ভাবে? কাব্য জগতে বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছ তোমরা। কবি ইকবালের পূজা করা হয়, অথচ তিনি বলে গেছেন:—

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

(অর্থ: হে স্বাধীনচেতা পাখি! এমন রিযকের চাইতে মৃত্যু উত্তম যার কারণে উড্ডয়নের গতি স্তিমিত হয়)। টেলিভিশন আর রেডিওতে গায়িকারা নেচে নেচে এই বাণী জগতকে শুনায় আর মুসলমান মাথা নেড়ে তাতে সায় দিয়ে বলে হ্যাঁ, একদম ঠিক কথা, এরকম

রিযকের তুলনায় মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এর উল্টো। এখন তাদের কাছে মৃত্যু অপেক্ষা সেই রিয্‌ক (অনুদান) অধিক প্রিয় যা দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ করে। কেউ ত্যাগ-তিতিক্ষার মৃত্যু নিজের জন্যে বরণ করতে প্রস্তুত নয়। উড্ডয়নের গতি শ্লথ হওয়াটা এমন কোন বিষয়ই নয় বরং ভিক্ষার প্রতিটি শস্য-দানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম বর্তমানে উড্ডয়নের পারদর্শিতা তথা উন্নতি রাখা হয়। তার চেয়ে বড় রাজনীতিবিদ আর কে হতে পারে যে ভিক্ষার থলি হাতে নিয়ে আমেরিকা যায় আর সেখান থেকে ভিক্ষা চেয়ে আনে, চীনের কাছে যায় সেখান থেকেও ভিক্ষা চেয়ে আনে, আবার রাশিয়ার দ্বারেও ধর্ণা দেয় আর সেখান থেকেও ঝুলি ভরে আনে। এই হচ্ছে উত্তম রাজনীতির পরিমাপ আর এটাই হচ্ছে উন্নত রাজনীতি যাচাই করার মাপকাঠি! প্রকৃতপক্ষে, এটা ধর্মীয় রাজনীতিও নয়, এটা ইসলামী রাজনীতিও নয়, এমন কি এটা মানুষের রাজনীতিও নয় বরং এটা হল আত্মমর্যাদা হীনতার রাজনীতি। কবি ইকবাল সত্য সত্যই বলেছেন যে, ঐ রিয্‌কের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ যে রিয্‌কের ফলশ্রুতিতে তোমাদের হাত পা বেঁধে দেয়া হয়। তোমরা নিজেরাও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছো আর যে জাতিগুলো তোমাদেরকে নেতা মেনেছে তাদের সাথেও তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। তোমরা নিজ জনগণের সাথেও বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছো। তাদেরকে পরাশক্তিগুলোর দাস বানানোর জন্যে তোমরা দায়ী, হে মুস-লমান রাজনীতিবিদ আর নেতারা! তোমরা এখনই সাবধান হও আর তওবা করো। তা না হলে আগামীতে তোমরা ইতিহাসের কাঠগড়ায় অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু এর চেয়ে মারাত্মক বিষয় হবে এই যে, তোমরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ আর মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর আদালতের কাঠগড়ায় অপরাধী রূপে দণ্ডায়মান হবে।

চেয়ে খাওয়ার একটা বড় ক্ষতি হল এই, যে জাতিগুলোর ভিক্ষা চাওয়ার একবার অভ্যাস হয়ে যায় তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজ অবস্থার উন্নতি সাধন করতেই পারে না। ব্যক্তির মানসিকতা আর জাতির মানসিকতা একই রকমের হয়ে থাকে। আপনারা নিজের আশেপাশে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, যারা চাওয়ার অভ্যাস রাখে আর আয়াম আয়েশের জীবন যাপনে অভ্যস্ত তাদেরকে সারা জীবন কেবল চাইতেই দেখা যাবে। এই কারণেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কিয়ামতের দিনে চাইতে অভ্যস্ত ব্যক্তিদেরকে কঙ্কালসার ও মাংসশূন্য অবস্থায় দেখেছিলেন। যার তাৎপর্য হল এই যে, তোমরা চেয়ে চেয়ে নিজের ঘর ভর্তি করতে পারবে না। যে চায় সে রিক্ত হস্তই থাকে। সে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করার সংকল্পই করতে পারে না। তার সেই সাহসই জন্মায় না। সুতরাং এই জাতিগুলো নিজেরা নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর যতক্ষণ সিদ্ধান্ত না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা উন্নতিও করতে পারবে না, স্থিতিশীলতাও অর্জন করতে পারবে না। তাই কেবল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকেই নয় বরং প্রাচ্যের, আফ্রিকার আর দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোকেও আমি অনুরোধ করছি, এখন

পর্যন্ত যা কিছু আপনারা দেখেছেন তার প্রেক্ষিতে, আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে আপনারা 'হুশ' করুন আর নিজেদের ভাগ্য নিজেরা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিন। অবমাননা আর লাঞ্ছনার যুগ অতি দীর্ঘ হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই ভয়ানক স্বপ্ন থেকে নিজেদের উদ্ধার করুন। এই স্বপ্ন পরাশক্তিগুলোর জন্যে যদিও New World order (নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা) এর এক অদ্ভুত ধারণা কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের জন্যে এর চেয়ে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন আর হতে পারে না। তাই যদি আপনারা 'নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা' বানাতে চান, যদি নতুন জগত গড়তে চান তা হলে আপনারা নিজেরা নিজের স্বপ্ন-সৌধ গড়ে তুলুন, আর নিজেরাই তার ব্যাখ্যা দিন, তারপর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি রপ্ত করুন।

অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া কোন জাতি পৃথিবীতে স্বাধীন হতে পারে না। আর অর্থনৈতিক উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ হলো নিজের বিবেক আর আত্মসম্মানবোধের সংরক্ষণ। একাজটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না তৃতীয়-বিশ্বে সাদা-মাটা জীবন যাপনের শিক্ষা প্রচার ও প্রসার লাভ করে। মুশকিল হলো এই যে, তৃতীয়-বিশ্বে উঁচু ও নীচু শ্রেণীর মধ্যকার ব্যবধান দিন দিন বেড়েই চলেছে আর পুঁজিবাদী দেশসমূহে উঁচু এবং নীচু শ্রেণীর মধ্যকার ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে আর তাদের জীবন যাত্রার ধরণ দিন দিন একে অপরের নিকটতর হচ্ছে। অপরদিকে আপনারা এশিয়া বা আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলোকে লক্ষ্য করুন, দেখবেন সেখানে নীচু আর উঁচু শ্রেণীর মধ্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলেছে আর এই দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়ে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই সর্বপ্রথম উপদেশ ও নসিহতের মাধ্যমে এই শ্রেণীগত প্রভেদ দূর করতে হবে তারপর আইনের মাধ্যমে এসব দূরত্ব কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। এই পরিকল্পনা যদি ওপর থেকে বাস্তবায়িত করা হয় তবেই সফল হবে, তা না হলে কখনো সফল হতে পারবে না। ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ ওপরের শ্রেণী থেকে একাজ শুরু করুন আর নিজেরা সাদা-মাটা জীবন যাপন করে জনগণকে দেখান।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভ করার জন্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হবে এই যে, দরিদ্র দেশগুলোতে একটি পলিসির (অর্থাৎ গরীবদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন) পরিবর্তে দু'টি পলিসি গ্রহণ করতে হবে। প্রথমতঃ দরিদ্রদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন এবং বেশী বেশী সম্পদ এই লক্ষ্যে ব্যয় করা। দ্বিতীয়তঃ ধনীদের জীবন-যাত্রার মান কমিয়ে আনা। মনে রাখবেন, এটি একটি গভীর তত্ত্বের কথা যে, সম্পদের অসম বন্টনের কারণে যে ক্ষতি হয় তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি সম্পদের অসম ও অসঙ্গত খরচের কারণে সাধিত হয়। যে সব ধনীরা তাদের টাকা কল-কারখানা নির্মাণে এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে সর্বদা খাটিয়ে থাকেন আর নিজেরা সাদা-মাটা জীবন যাপন করেন তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে পারে না। কেননা, বাস্তবে তাঁরা দেশের সেবা করছেন। কিন্তু যারা অল্প আয় সত্বেও বেশী খরচ করতে অভ্যস্ত তাদের চারিত্রিক মূল্যবোধই ধ্বংস হয়ে যায়। তারা জনসাধারণের

মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলার কারণ হন। শিল্পপতি আর ধনী ব্যবসায়ীদের সংখ্যা তো অতি নগণ্য, আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত গরীব দেশগুলোর বেশীর ভাগ কর্মকর্তা নিজেরা ঘুষ খান এবং ঘুষের প্রসার ঘটান। এদের বেশীর ভাগ রাজনীতিবিদ এমন ঘুণে-ধরা রাজনীতি করেন যেন সেটাকে পোকায় খেয়ে ফেলেছে। তাদের রাজনীতি পয়সা বানানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, দলাদলির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাদের রাজনীতি দরিদ্রদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার আর শত্রুর নিকট থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে, তাদের রাজনীতি এমন সব কাজে লিপ্ত হয়, যে উদ্দেশ্যে রাজনীতির উদ্ভবই হয় নি। যার ফলে, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি থেকে তারা সম্পূর্ণ অনবহিত থেকে যান, সেগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর সময়ই তারা পান না। তাদের সমস্ত চিন্তাধারা একই দিকে ধাবমান হয় — কিভাবে স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিভাবে স্বীয় শত্রু থেকে প্রতিশোধ নেয়া যায়, কিভাবে বেশী বেশী সম্পদ হস্তগত করা যায়! তারা ভাবেন, "রাজনীতির এই জীবনতো মাত্র ক'দিনের ব্যাপার। কালকে কি হবে কে জানে! তাই যা যা লাগবে আজই বাগিয়ে নাও। এই কাজের জন্যে প্রয়োজনবোধে আত্মসম্মান বিক্রি কর, ভোট বিক্রি কর, দরকার হলে ভোট কিনো!" রাজনীতিতে যখন সব কিছু বৈধ বলে চালানো যায় তখন নতুন 'রাজনীতিবিদরা' দেশের স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করবেন। এই সমস্ত ঘৃণ্য মন-মানসিকতার জন্যে সবচেয়ে বেশী দায়ী 'কৃত্রিম জীবন-যাত্রার মান'। যে জাতিগুলো নিজ নিজ অর্থনৈতিক সম্পত্তির চেয়ে বেশী উপভোগ ও আয়েশের মানসিকতা জন্মায় সে জাতি-গুলো ভিখারী হয়ে যায়, তাদের রাজনীতিও কলঙ্কময় হয়, তাদের অর্থনীতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাদের আর কিছুই বাকী থাকে না। কই সেই লোক যারা আমার উপদেশ গ্রহণ করবে? কই সেই কান যেগুলো আমার পরামর্শ শুনবে? কই সেই মন যেগুলো আমার কথা শুনে অস্থির হবে আর সচল হয়ে উঠবে? সমস্ত রাজনীতির নৈতিকতা আর অর্থনীতির মূল-ভিত্তিই যদি নড়বরে হয়, দৃষ্টিভঙ্গীই যদি বিকৃত হয়ে গিয়ে থাকে, মানুষের নিয়্যতই যদি খারাপ হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীতে কোন সঠিক উপদেশও কার্যকরী হয় না। তাই যেভাবে আমি পরজাতিগুলোকে নসিহত করেছি যে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমরা তোমাদের নিয়্যতের সংশোধন কর, তোমাদের নিয়্যতে শয়তান আর নেঁকড়ে ঢুকে আছে, তোমাদের নিয়্যতই প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াকে ধ্বংস করার ফয়সালা করে, তোমাদের রাজনৈতিক ধূর্ততা তোমাদের নিয়্যতকে জয় করতে পারে না বরং তাকে আরও সহায়তা করে। একইভাবে মুসলিম রাষ্ট্র-সমূহকে আর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে সদুপদেশ দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের নিয়্যত-গুলো যাচাই করে দেখ। ছোটবেলা থেকে যদি তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পড় এজন্যে যে, এ কাজে ঘুষ খাওয়ার সুযোগ বেশী পাওয়া যাবে, তোমরা বড় অট্টালিকা নির্মাণ করবে আর প্রতিবেশীর বা অন্য কোন ব্যক্তির বাড়ীর মত তোমরাও প্রাসাদ বানাবে — তবে জেনে রেখো, এই নিয়্যত নিয়ে তোমরা দুনিয়াতে কিছুই গড়তে পারবে না। ডাক্তার হবার পেছনে

যদি তোমার এই নিয়্যত থাকে যে, বেশী বেশী টাকা জমিয়ে সোনার ঢের সাজাবে বড় বড় মনোরম হাসপাতাল বানিয়ে বেশী বেশী টাকা বানাবে আর সন্তান-সন্ততির জন্যে সম্পদের ভাণ্ডার রেখে যাবে তাহলে জানবে তুমি নিজেই অসুস্থ। Physician heal thyself। (চিকিৎসক নিজে রোগ মুক্ত হও) এরকম ডাক্তার হওয়ার চেয়ে তোমাদের মরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ কেননা, জাতির সেবায় ও মঙ্গলার্থে যে ব্যক্তি চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জন করেনা তার চিকিৎসা-বিদ্যায় কোন কল্যাণ থাকে না। রাজনীতিবিদ হওয়ার সময় বা তার আগে যদি তোমাদের স্বপ্ন এই হয় যে, অমুক ব্যক্তি রাজনীতি করে যেভাবে ক্ষমতা লাভ করেছে, অথচ এর আগে সে দু'পয়সার কেরানী বা দারোগা কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের অফিসার ছিল, সে প্রথমে পদত্যাগ করে তারপর রাজনীতিতে নামে, অতঃপর কোটিপতি হয় আর অনেক ক্ষমতা ও প্রভাব অর্জন করে — চল আমরাও তাকে অনুসরণ করি — চল আমরাও রাজনীতির মাধ্যমে ঐসব কিছু উপার্জন করি — তবে মনে রেখো সেই দিনই তোমরা রাজনীতিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তোমরা যদি কখনো কোন জাতির নেতা নির্বাচিত হও তবে তোমাদের উপরে প্রবাদ সত্য সাব্যস্ত হবে:

واذا كان الغراب دليل قوم - سيهديهم طريق الهالكين -

দেখ, যখন কাক কোন জাতির নেতৃত্ব দেয় তখন তাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিয়্যতের সংশোধন কর। এবার মনস্থির করো যা হবার হয়েছে, আগামীতে তোমরা তোমাদের জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিবে। তোমরা নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব সেইভাবে পালন করবে যেভাবে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) সমস্ত বিশ্বের নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এটাই নেতৃত্বদানের একমাত্র পন্থা, এছাড়া আর কোন পথ নেই। হযরত উমর (রাঃ) যখন মৃত্যু-শয্যায় শেষ সময়ে উপনীত হন তখন তিনি বড়ই অস্থিরভাবে আর বিচলিত চিত্তে দোয়া করছিলেন, "হে খোদা! আমার যদি কোন পুণ্য থেকে থাকে তার হিসাব বাদ দাও, আমি সেগুলোর বদলে কোন পুরস্কার চাই না কিন্তু আমার ভুল-ত্রুটির হিসাব আমার কাছে চেয়ো না। আমি আমার ভুল-ত্রুটির হিসেব দেয়ার শক্তি রাখি না।" এই হচ্ছে ইসলামী রাজনীতির মূল শিক্ষা। আজ মুসলমান ও অমুসলমান উভয়ের এই শিক্ষার প্রয়োজন। রাজনীতির এই শিক্ষাকে পুনর্জীবিত করার মাঝেই আজকের সব সমস্যার সমাধান নিহিত। এর ফলে মৃতপ্রায় মানবতা জীবিত হয়ে উঠবে। এই আত্মা ও মনমানসিকতা যদি জীবিত হয় তাহলে যুদ্ধের মৃত্যু অনিবার্য আর যদি এ আত্মাকে মরতে দেয়া হয় তাহলে যুদ্ধ প্রাণ ফিরে পাবে। তখন দুনিয়ার কোন শক্তি যুদ্ধের আর অবসান ঘটাতে পারবে না।

আমি চেষ্টা করেছি আজই এই বিষয়টির সমাপ্তি টানতে। একদিকে সময় বেশী হয়ে গেছে অন্যদিকে এখনও এমন কিছু পরামর্শ দেয়া বাকী যেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করলেও সময় নিবে। তাই আজকের মত এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্‌তা'লার কাছে বিশেষ আশা রাখি যে, আগামী খুৎবায় এ প্রসঙ্গটি শেষ হবে ইনশাআল্লাহ্। তারপর আমরা আবার 'জেহাদ-ই-আকবর' এর বিষয়ে ফিরে যাবো অর্থাৎ যিকরে ইলাহী সম্বন্ধে কথা বলব, ধর্মের গভীর মর্ম অনুধাবন করতে সচেষ্ট হব, ধর্মজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করব যেন আমরা নিজেদের মন ও প্রাণ ভালভাবে পরিষ্কার করে নিষ্ঠার সাথে রমযানে প্রবেশ করতে পারি আর বেশী বেশী করে রমযানের বরকত ও কল্যাণ কুড়োতে পারি।

সংবাদ

ওয়াকিলুল ইশ'আত, লণ্ডন এর মারফত টেলিফোন যোগে প্রাপ্ত হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ, খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ)-এর ঈদ বার্তার বংগানুবাদ

আপনাদের সকলের জন্য আন্তরিক 'ঈদ মোবারক'। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের জন্যে সমৃদ্ধি এবং চিরস্থায়ী সুখ আনয়ন করুন। আল্লাহ্‌তা'লা সদা আপনাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন আর আপনাদেরকে দান করুন পরম শান্তি।

মির্যা তাহের আহ্‌মদ
খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে'

বয়আত ফরম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) প্রচলিত বয়আত ফরমে কিছু পরিবর্তন করেছেন এবং তা প্রচলন করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এখন থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিম্নবর্ণিত বয়আত ফরম ব্যবহার করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। পরিবর্তীত বয়আত ফরম ছাপানো হচ্ছে। যথাসময়ে তা জামা'তগুলোতে প্রেরণ করা হবে।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী,
নাযিমনাল আমীর

বয়আতের আবেদন পত্র

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله

আমি আজ মির্যা তাহের আহ্‌মদের হাতে বয়আত করিয়া আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হইতেছি এবং সাইয়েদনা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানীকে আখেরী যুগের ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ বলিয়া বিশ্বাস করি।

আমি আমার পূর্বকৃত সমুদয় পাপ হইতে তওবা করিতেছি এবং ভবিষ্যতেও যে পর্যন্ত আমার শক্তি ও বুদ্ধি-বিবেকে কুলায় তদনুযায়ী সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিরত থাকিতে যত্নবান থাকিব। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বয়আতের দশটি শর্ত পালন করিতে বাধ্য থাকিব। ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিব এবং সকল পুণ্য কর্মে আহ্‌মদীয়া খেলাফতের সহিত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখিব।

استغفر الله ربى من كل ذنب و اتوب اليه

استغفر الله ربى من كل ذنب و اتوب اليه

استغفر الله ربى من كل ذنب و اتوب اليه

হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার প্রাণের উপর যুলুম করিয়াছি এবং আমি আমার সকল গুণাহ্‌ স্বীকার করিতেছি। তুমি আমার গুণাহ্‌সমূহ ক্ষমা কর কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কেহ ক্ষমাকারী নাই। আমীন।

নাম··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· বয়স ( )

পিতা বা স্বামীর নাম ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

পূর্ণ ঠিকানা — গ্রাম পোঃ

জেলা : দেশ

টেলিফোন নং (যদি থাকে) ··· ··· ··· ··· ···

জামা'তের নাম : (যে জামা'তের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকিবে) ··· ··· ··· ··· ···

কাহার তবলীগে বয়আত করিতেছেন ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

দস্তখত/টিপসহি ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· তারিখ··· ··· ··· ···

বয়আত গ্রহণকারীর দস্তখত ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

গ্রীক দৈনিকে কুরআনের তরজমা-তফসীরের প্রশংসা

(বঙ্গানুবাদ)

"আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক এ পর্যন্ত বিশ্বের ৫৪টি ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তফ্‌সীর প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। আরও পঞ্চাশটি ভাষায় তরজমা-তফ্‌সীর প্রস্তুত রয়েছে, এর কোন কোনটা আছে প্রকাশনা স্তরে, কোন কোনটা আছে মুদ্রাযন্ত্রস্থ।

গ্রীক ভাষায় প্রকাশিত তরজমা ও তফ্‌সীর সম্বন্ধে দৈনিক গ্রীক সংবাদ পত্র 'প্রয়নী নিউইয়র্ক" ইহার শনি-রবিবার, অক্টোবর ১৩-১৪, ১৯৯০ সংখ্যায় Reggina Pagonlaton লিখেছেন :—

পবিত্র কুরআন, আরবী-গ্রীক ভাষায়, ১০৮০ পৃষ্ঠা সম্বলিত মনোরম প্রকাশনায় অনেক যত্ন ও পরিশ্রম ব্যয় করা হয়েছে। গ্রীক-ভাষান্তরের অংশটুকু ছাপানো হয়েছে 'এথেন্স প্রিন্টিং কোম্পানী' দ্বারা। ইহা ইদানিং জনগণের কাছে ছাড়া হয়েছে। গ্রীক ভাষায় অতিশয় দক্ষতার সাথে অনুবাদ করেছেন Loris Arntz, একাজে তিনি কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ হতে সাহায্য নিয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থখানার সম্পাদনের কাজ সম্পন্ন করেছেন আলীয়া রেহ্‌মান।

গ্রীক ভাষাভাষী জনগণের এই পবিত্র গ্রন্থকে উপস্থাপন করে সম্পাদিকা এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন যে, ইহা মানুষের পথ-প্রদর্শনের কাজ করবে, কেননা ইহাতে মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী ও শিক্ষা বিধৃত রয়েছে, ধর্মানুভূতির প্রগাঢ়তা ও ঐশ্বর্য ছাড়াও, ইহাতে আরবী শব্দার্থের ব্যাখ্যা-সম্বলিত একটি পরিশিষ্ট রয়েছে। তদুপরি রয়েছে একটি বিষয় নির্দেশিকা। এতে করে, পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও ধ্যান-ধারণাকে মানুষের কাছে সহজবোধ্য করা হয়েছে। মহান সৃষ্টিকর্তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন — আল্লাহ্ বা গড — তিনিই সর্বনিয়ন্তা প্রভু, যাঁর প্রেম, হিতৈষণা ও দয়াদাক্ষিণ্য তাঁর সৃষ্টি জীবকে ঘিরে রেখেছে।

আমরা এ দু'জন মহিলাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা স্বীয় অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা আমাদের মাতৃভাষাকে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদিগকে তাদের ধর্মীয় স্বর্গে প্রবেশের আহ্বান জানিয়েছেন।"

নিযুক্তি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর অনুমোদন সাপেক্ষে জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেবকে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ফাইনান্স সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হলো। তিনি সেক্রেটারী ওসীয়্যত এবং চেয়ারম্যান, মজলিসে মুসীয়ান, বাংলাদেশ হিসেবেও কাজ চালিয়ে যাবেন। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকরী হবে।

জনাব জাহিদুর রহমান সাহেব, প্রাক্তন ফাইনান্স সেক্রেটারী সেলসেলার জন্যে যে খেদমত পেশ করেছেন তজ্জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী বেশী খেদমত করার সুযোগ দান করুন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশন্যাল আমীর
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

সুন্দরবন জামা'তে বিশেষ কার্যক্রম

পবিত্র রমযানে সুন্দরবন জামা'তে ৫টি হালকাতে বা-জামা'ত ইকতারী, তারাবী ও দরসে কুরআনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ৩/৪/৯১ ইং তারিখ রোজ বুধবার মোতাবেক ১৭ই রমযান মিরগাঁ হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আলী সরদার এর বাড়ীতে বিকাল ৪ ঘটিকা হতে বাদ মাগরিব পর্যন্ত সীরাতুন্নাবী জলসা করা হয়। তাতে ১৫০ জন গয়ের আহ্‌মদী সহ ৫০০ জন আহ্‌মদী উপস্থিত ছিলেন। মসজিদে সাত জন ইতেকাফকারীকে নিয়ে কুরআন ও হাদীস সহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক ক্লাশের ব্যবস্থা ২০শে রমযান হতে চালু করা হয়েছে। রমযানের শেষ দশ দিন তারাবী ছাড়াও তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের হেফাযতের জন্য দোয়া জারি রাখা হয়েছে। রমযানে তিনজন ইতেকাফকারী খাদেম কুরআন নাযেরা পাঠ শিক্ষা করেছে। সবাই এই পুরাতন জামা'তটির আরও উন্নতির জন্য দোয়া করবেন। মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম

তালিমী প্রোগ্রাম

গত ১৬-৩-৯১ রোজ শনিবার জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামা'তে তালীম তরবীয়তী মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামাতের সকল মেম্বার এবং লাজনা ও নাসেরাত পর্দার আড়ালে সভায় যোগদান করেন। এতে নামাযের গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন মোঃ আঃ নূর চৌধুরী সাহেব। রোযা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ডাঃ আঃ করিম। জামা'তের অন্যান্য সদস্যগণও বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

বিভিন্ন জামাতে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়

সুন্দরবন জামা'ত

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত সুন্দরবন এর উদ্যোগে অদ্য ২৩-৩-৯১ তারিখে বিকাল ৩-৩০ মিনিট হইতে জামাতের প্রেসিডেন্ট মৌঃ শেখ সফরউদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে মহান মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস পালিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট মৌঃ সফরউদ্দিন সাহেব। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা করেন যথাক্রমে শেখ আবদুল ওয়াদুদ, মোয়াল্লেম. এস, এম তৌহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম. মৌঃ মজিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম, সুন্দরবন, জি, এম. মতিয়ার রহমান প্রমুখ। অধিকাংশ আহ্‌মদী ভাই-বোন সহ ২ জন গয়ের আহ্‌মদী ও ১ জন সনাতনী ধর্মী ভাই উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মধ্য দিয়া সভার কাজ শেষ করা হয়।

এস, এম, রেজাউল করিম, কায়েদ

চুয়াডাঙ্গা জামাত

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত চুয়াডাঙ্গায় ৫।৪।৯১ ইং তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দিবস পালন করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব রবিউল হক সাহেবের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, নাতেকুর রহমান, আশরাফুজ্জামান ফরীদ ও মোহাম্মদ জিয়াদ আলী। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত মহতী অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মোহাম্মদ রবিউল হক, প্রেসিডেন্ট

কুমিল্লা জামাত

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কুমিল্লা, ২৩/৩/৯১ বিশ্বের ১২০টি দেশ ও বাংলাদেশের শতাধিক শাখার সাথে একাত্ম হয়ে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে নন্দনপুরস্থ কার্যালয়ে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করে। এ উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বর্তমান শতাব্দীর মোজাদ্দেদ, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশ নেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন, আবদুস সালাম, শহীদুর রহমান (বি,বাড়ীয়া) এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি ডাঃ এম, এ, আযীয।

মোহাম্মদ আবুল হোসেন ভূঁইয়া

নারায়ণগঞ্জ জামাত

বিগত ২৩শে মার্চ ১৯৯১ ইং রোজ শনিবার বৈকাল ৪ ঘটিকায় আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় "মসীহ্ মাওউদ দিবস" উদযাপন করা হয়। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে মোহতারম আলহাজ্জ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, মোহতারম ভিজির আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ ও জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া। স্থানীয় আমীর মোহতারম হেলাল উদ্দিন আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহতী সভায় বক্তব্য উপস্থাপন করেন যথাক্রমে জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া, মোহতারম আলহাজ্জ ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, মোহতারম ভিজির আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২। প্রধান অতিথির ভাষণে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর মোহাম্মদ মোস্তফা আলী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর আগমনের উদ্দেশ্য ও তাঁর সত্যতার স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন এবং মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর আদর্শ ও শিক্ষাকে অনুসরণ করে প্রকৃত মোমেন হতে সচেষ্ট হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

রফিউদ্দিন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী

কটিয়াদী জামাত

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কটিয়াদী এর উদ্যোগে গত ২৩-৩-৯১ ইং তারিখে 'মসীহ্ মাওউদ দিবস' উদযাপন করা হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব মুশফিকুস সোয়ালেহীন (মোয়াল্লেম) ও আঃ হান্নান (প্রেসিডেন্ট)।

ডাঃ খালেদ আহমদ ফরিদ, কায়েদ, কটিয়াদী

উথলী জামাত

গত ২৯শে মার্চ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুয়া আহ্‌মদীয়া মসজিদে উথলী আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে অত্র জামা'তের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আবুল

খালিদ সাহেবের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব আবদুল গফুর, মতিয়ার রহমান, আবদুস সাত্তার, সাহেদুর রহমান ও হুমায়ুন কবীর। পরিশেষে সভাপতি সাহেব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবীদের সুন্নত কায়েমের উদ্দেশ্যে এক বক্তব্য রাখেন এবং দোয়ার পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাত

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গত ২৩-৩-৯১ ইং তারিখে জাঁক জমকভাবে মসীহ মাওউদ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। বিকাল ৩-৩০ মিনিটে উক্ত দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলামের পুনর্জাগরণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব ফিরোজ আহমদ, জয়নাল আবেদীন, আবদুল আজিজ খাঁন, খন্দকার আনু মিয়া, ও হাবিব উল্লাহ্ সাহেব। পরিশেষে সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতরম মৌলানা ফারুক আহ্‌মদ শাহিদ সাহেব, আমীর। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৩৭৫ জন।

মোহাম্মদ গোলাম কাদের, কায়েদ

চান্দপুর চা বাগান জামাত

গত ২৫-৩-৯১ রোজ সোমবার চান্দপুর চা বাগান এর উদ্যোগে চণ্ডিছড়া চা বাগানে সাফল্যের সহিত মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। এতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, দেলোয়ার তৌসিফ, মোস্তাক ও জলিল।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, কায়েদ

একজন আহ্‌মদী যুবকের বিশেষ সম্মানী পদক লাভ

জনাব আবদুল হামীদ সাহেব টাক, আমীর আহ্‌মদীয়া জামাত, কাশ্মীর লিখছেন ঃ

আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ ফযলে আহ্‌মদীয়া জামা'ত ইয়ারীপুরা কাশ্মীরের এক প্রিয় ভ্রাতা ডাক্তার মীর শামসুদ্দীন সাহেব, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর কাম জুনিয়ার সাইন্টিস্ট অফ ভেটেরিন্যারি মেডিসিন, (ফেকালটি অফ ভেটেরিন্যারি সাইনসেস এ্যাণ্ড অ্যানিম্যাল হাজব্যাড্রি শেরে কাশ্মীর ইউনিভারসিটি অফ অ্যাগ্রিকালচার্যাল সাইনসেস এ্যাণ্ড টেকনলজি শ্রীনগর) কে জম্মু অ্যাণ্ড কাশ্মীর স্টেট কাউন্সিল সাইনস অ্যাণ্ড টেকনলজির পক্ষ হতে Young Scientist Award 1991 দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। এই অ্যাওয়ার্ড এর মধ্যে একটি প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট এবং পাঁচ হাজার রুপী অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে এই অ্যাওয়ার্ড NEONATAL VETERINARY MEDICINE এ তাঁর গবেষণামূলক বিশেষ কৃতিত্ব সাধনের ফলে ৪ঠা মার্চ ১৯৯১ তারিখে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রদান করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠান পালন সম্পর্কে পূর্বেই তথ্য সরবরাহ বিভাগ বিশেষ ভাবে প্রচার করেছিল। আলহামদু লিল্লাহ্ আলা যালিক।

সকল বন্ধুর নিকট দোয়ার আবেদন রইল, এই পদক যেন আল্লাহ্‌তা'লা জামা'তের জন্যে গৌরব ও বরকতের কারণ করেন এবং আমাদের এই ভাইয়ের জন্যে আরও দুনিয়াবী উন্নতির পথে সোপানস্বরূপ করেন। আমীন।

(সাপ্তাহিক বদরের ৪ঠা এপ্রিল '৯১ এর সৌজন্যে)

আসন্ন শূরা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

আসন্ন দ্বাদশ মজলিসে শূরার জন্য ৬/৩/৯১ তারিখের সার্কুলার মারফত প্রস্তাবাবলী আহ্বান করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে পুনরায় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যেন তারা তাদের জামা'ত থেকে 'মজলিসে শূরার জন্য প্রস্তাবাবলী তৈরী করে সত্বর পাঠাতে সচেষ্ট হবেন। জামাত থেকে প্রেরিত প্রস্তাবাবলীর উপর নির্ভর করছে আমাদের আসন্ন মজলিসে শূরার সার্থকতা। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন।

এন, এন, মোহাম্মদ সালেক
জেনারেল সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী মজলিসে শূরা — '৯১
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

কৃতি ছাত্রী

আমার নাতনী মারুফা খাতুন পিতা মোহাম্মদ আবদুল করিম মোল্লা খোদার ফযলে ১৯৯০ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় সাধারণ বৃত্তি লাভ করিয়াছে। সকল ভাই বোনের নিকট তার প্রকৃত জ্ঞান লাভ ও দীনের খাদেমা হওয়ার জন্য খাস দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

মোহাম্মদ ফজলুল করিম মোল্লা
১৫৩, শান্তিনগর, ঢাকা।

শুভ বিবাহ

খাকদান জামাতের প্রেসিডেন্ট মাষ্টার আলী আহ্‌মদ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন মিল্লাতের সহিত চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব বদর উদ্দীন (মন্টু বাবু) সাহেবের কন্যা সেলিনা ইশরাতের বিবাহ ৫০,০০১'০০ (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা দেন মহর ধার্যে ১৯-৪-৯১ শুক্রবার বাদ জুমআ চট্টগ্রাম মসজিদে সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী। এ বিবাহ সকল দিক হইতে বা-বরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

আবুল কাসেম আনসারী, মোয়াল্লেম

সন্তান লাভ

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযল ও রহমতে গত ২৩শে মার্চ ১৯৯১ ইং (৬ই রমযান ১৪১১ হিজরী) রোজ শনিবার দুপুর ১টার সময় আল্লাহ্‌তা'লা খাকসারকে ১টি পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য যে, উক্ত নবজাতক ঘাটুরা জামাতের প্রেসিডেন্ট আবদুল জাহের হাজারী সাহেবের নাতি। এই সন্তানের নাম রাখা হইয়াছে তানযিম আহমদ হাজারী। তাই জামাতের সকলের নিকট এই দোয়া কামনা করিতেছি যে, আল্লাহ্‌তা'লা যেন উক্ত সন্তানকে সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু দান করে জামা'তের একজন উত্তম সেবক হওয়ার তওফীক দান করেন।

রহিম আহমদ হাজারী

দোয়ার এলান

আমি আজ দীর্ঘ দিন যাবত কঠিন রোগে আক্রান্ত। বর্তমানে আমার বাম হাত সম্পূর্ণ অবশ। অতএব সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট আমার বিনীত আরয, আমার সম্পূর্ণ রোগমুক্তি এবং সুস্বাস্থের জন্য সকলের নিকট খাস দোয়া কামনা করছি।

ডাঃ মোঃ আনোয়ার হুসেন, বি, বাড়িয়া

আমি আজ দীর্ঘ দিন যাবৎ কোমরে বাতের যন্ত্রণায় কাতর। বর্তমানে আমি চলাচলে সম্পূর্ণ অক্ষম। অতএব সমস্ত আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট আমার বিনীত আরয, আমার সম্পূর্ণ রোগ মুক্তি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য সকলের নিকট খাস দোয়া কামনা করছি।

মহিউদ্দীন দারোগা, বি. বাড়িয়া

শোক সংবাদ

তেজগাঁও আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীমে আলা জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক সাহেব গত ২৫শে মার্চ, ১৯৯১ সন মোতাবেক ৮ই রমযান, ১৪১১ হিঃ ১০ই চৈত্র ১৩৯৭ দিবাগত রাতে ঢাকা কেন্টনম্যান্ট জেনারেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৮ বছর। আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর পূর্বে তিনি আহ্‌মদীয়াত গ্রহণ করার ফলে চরম নির্যাতন ও অত্যাচারের সম্মুখীন হন এবং নিজ গ্রাম শাহবাজপুর (নবীনগর উপজিলা কুমিল্লা), থেকে ঢাকায় হিজরত করেন। হিজরত কালে স্ত্রী, এক কন্যা ও তিন ছেলে সাথে ছিল। তিনি বর্তমানে স্ত্রী, এক মেয়ে, ছয় ছেলে, নাতী, নাতনী ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুম সকল সময়েই সহজ সরল ছিলেন। তিনি জাগতিক ও বৈষয়িক বিষয়ে যেমন ছিলেন নির্লিপ্ত, নিরাসক্ত তেমনি কোন অন্যায়, অসঙ্গতির বিরুদ্ধেও ছিলেন স্পষ্টভাষী। তিনি অন্যের উপকার ও খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে আনন্দ বোধ করতেন খুব। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহ্‌-তা'লার অনেক ফযল ও নিদর্শন দেখেছেন। জীবনে অনেক কঠিন পরীক্ষায় আল্লাহতা'লার অশেষ ফযলে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তবলীগের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। সকল সময়েই তিনি তবলীগ করতেন এবং তাঁর তবলীগে অনেকে আহ্‌মদীও হয়েছেন।

মরহুমের আত্মার মাগফিরাতের জন্য এবং তাঁর পরিবারের সকলের সার্বিক মঙ্গলের জন্য সকলের নিকট বিশেষভাবে দোয়াপ্রার্থী।

মোহাম্মদ তৌহিদ উল হক
মোহতামীম তবলীগ,
মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ

(সূচীর পৃষ্ঠার পর)

নবীকে উদ্দেশ্য করে যা বলা হয়, পরোক্ষভাবে উম্মতের ওপরও তা কার্যকরী। একজন আহ্‌মদী হিসেবে আমরা আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে 'কাওসার' রূপে নিজ নিজ স্থানে স্বল্প পরিসরে হলেও লাভ করেছি বল্লেও অতিশয়োক্তি করা হবে না। সুতরাং এ নেয়ামতকে বংশ পরাম্পরায় সংরক্ষণ করতে হলে আমাদেরকেও উপরোক্ত ব্যবস্থা-পত্রকে অর্থাৎ সালাত ও কুরবানীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি নিজেদের জীবনে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে ধারাবাহিকতার সাথে সালাত তথা নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং কুরবানী — তা পশু কুরবানীই হোক আর জীবন-ধন-সম্পদ-সময় ইত্যাদির কুরবানীই হোক — এর প্রেরণাকে সমুন্নত ও উজ্জীবিত রাখতে পারি তাহলে আমাদের এ আধ্যাত্মিক নেয়ামতও বংশ পরাম্পরায় সদা জারী থাকবে। এতে কোন শুষ্কতা বা পচনের সৃষ্টি হবে না অর্থাৎ আমরা কখনও আধ্যাত্মিকভাবে অপুত্রক হবো না। আল্লাহতা'লা করুন যেন তাই হয়।

যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বর্তমান যুগের আযাব-গযব সম্বন্ধে পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করে আজ থেকে প্রায় ৯৫ বছর পূর্বে বলেছিলেন ঃ

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না।

আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জন-মানব শূন্য পাইতেছি। সেই এক এবং অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে।

খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর ; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে কীট ; তাঁহাকে যে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৯)

আমরা শোকাভিভূত

গত ২৯শে এপ্রিল '৯১ সোমবার দিবাগত রাত্রে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ওপর দিয়ে স্মরণাতীত কালের প্রচণ্ডতম ঘূর্ণী ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডব লীলার কারণে অসংখ্য আদম-সন্তান ও পশু পাখীর করুণ মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাভিভূত। মানুষের এ চরম দুর্গতির মূহূর্তে আমরা সকলের সাথে একাত্ম হয়ে পরম করুণাময়ের নিকট সকলের সার্বিক কল্যাণের জন্যে দোয়া করছি।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে আমাদের কয়েকটি রিলিফ টিম দুর্গত এলাকায় যাত্রা করেছে। এ ত্রাণ কার্যে সহায়তার জন্যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট উদাত্ত আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদ-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan